CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 December 2021 ■ আগরতলা ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ৭ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

আঠারমুড়ার গ্রামগুলিতে হাতির আতঙ্ক দীর্ঘদিনের, বন দপ্তর শীতঘুমে

রাতের আধারে কল্যাণপুরের গ্রামে হাতির দলের তান্ডব তছনছ করল আটটি বাড়ি, পালিয়ে বাঁচলেন বাসীন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২২ ডিসেম্বর।। ফের বন্য দাঁতাল হাতির উন্মত্ত তান্ডবে ক্ষতি হলো আটটি বসতঘর। ঘটনা কল্যাণপুর বন-দপ্তরের অধীন খগেন্দ্র বল কলোনি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে কল্যাণপুর বন-দপ্তরের অধীন খগেন্দ্র বল কলোনি গ্রামীণ এলাকায় কয়েকটি দাঁতাল বন্য হাতি গ্রামে ঢুকে সাধারণ মানুষের বাড়ি ঘরে হামলে পড়ে।

বন্য হাতির উন্মত্ত তাণ্ডবে নিমেষের মধ্যেই স্থানীয় ক্ষতি করে আটটি বসত ঘর। আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয় চিৎকার-চেঁচামেচি ও দৌড়ঝাঁপ। যদিও এই সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না বন-দপ্তরের কোন আধিকারিক সহ এডিএস টিম বাহিনী। পরবর্তীতে সকাল নাগাদ স্থানীয় গ্রামীণ এলাকার সকলের চেষ্টায় বন্য দাঁতাল হাতির দল লোকালয় ছেড়ে জঙ্গল মুখী হয়। বন্য দাঁতাল হাতির এই উন্মত্ত আক্রমণের ফলে যেন গ্রামের বেশ কয়েকটি পরিবার সর্বস্ব

জোটবদ্ধ হাতির তান্ডব

হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে বসেছে।

এখন মূলতঃ এটাই দেখার বিষয় যে সংবাদ পরিবেশনের পরেও বন-দপ্তরের আধিকারিকেরা গ্রামীণ এলাকার অসহায় মানুষদের জীবন রক্ষা করতে ফের একবার কোন রকম আদৌও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয় কি না। যদিও সূত্রের খবর মাঝেমধ্যে কল্যাণপুর বনদপ্তর কর্মীরা মাঠে নেমে যান বা নেমে পড়েন বাজি পটকা ফাটিয়ে বন্য হাতি তাড়াতে যান। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রশ্ন বনদপ্তর এর থেকে আর বেশি কি করতে পারেন। শীতের রাতে এক আতঙ্ক নিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয় সবার। কখন না এসে যায় হাতির দল।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন অন্তর অন্তর কল্যাণপুর ও তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন এলাকায় বন্য হাতির দল তান্ডব চালায়। পাহাড়ে খাদ্যের অভাব থাকায় লোকালয়ে চলে আসছে হাতির দল। ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। ধানের জমির পাশাপাশি রবি ফসলও নষ্ট করে দিচ্ছে হাতির দল। এখন বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে হাতির দল। তাতে রাতে আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। মঙ্গলবার রাতে হাতির দলের হানায় বাড়িঘরের লোকজন ভয়ে জুবুথুবু হয়ে পড়েন। কোনও রকমে ঘর থেকে বেড়িয়ে আত্মরক্ষা করলেন গ্রামবাসীরা। প্রশসানের কাছে এলাকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, মাঠে গরু চড়াতে গিয়ে হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে তিনি এলেন কিভাবে। পুলিশ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

প্রত্যক্ষ্যদর্শীর বক্তব্য, আজ সকালে চাকমাঘাট ওএনজিসি মাঠে গবাদী পশু চড়াতে গিয়েছিলেন প্রদীপ বৈশ্য। হটাত তাঁরা লক্ষ্য করেন প্রদীপ বাবু বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়েছেন। তিনি হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা ছুটে যান লাঠির সাহায্যে তাঁকে বিদ্যুতের তার থেকে আলাদা করেন। বিদ্যুতের তার থেকে আলাদা হয়ে প্রদীপ বৈশ্য মাটিতে লুটিয়ে পরেন।

স্থানীয়রা ওই ঘটনার খবর তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীকে। দমকলের কর্মীরা ছুটে গিয়ে প্রদীপ বাবুর দেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্ত, হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। এদিকে, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে ছুটে আসেন। ময়না তদন্তের পর তার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। কিন্ত, মাঠে গবাদী পশু চড়াতে গিয়ে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা খুবই রহস্যজনক বলে দাবি এলাকাবাসীর। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

বোধজংনগরে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। সাতসকালে বোধজংনগর এলাকায় এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জানা গেছে, বুধবার সকালে ওই ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। নিহতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে তাকে খুনের উদ্দেশ্যে প্রচন্ড মারধর করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নিহতের পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তার সঙ্গে যে যুবক ছিল তার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। সে পলাতক।

আশঙ্কা করা হচ্ছে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পলাতক যুবক জড়িত রয়েছে। অবশ্য তার নাম ধাম জানা যায়নি। পুলিশ ওই যুবকের পরিচয় জানার জন্য প্রয়াস জারি রেখেছে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

অসাবধানতায় মহিলা অগ্নিদগ্ধ উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ ডিসেম্বর।। উদয়পুরের দুর্গাবাড়ি এলাকায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন এক মহিলা। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দমকল বাহিনী উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। অগ্নিদগ্ধ মহিলার নাম সুস্মিতা দাস। তার দেহের ৮০ শতাংশ আগুনে ঝলসে গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে গতকাল রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ সুস্মিতা দাস নামে ওই মহিলা আগুন ধরিয়ে ছিলেন। অসাবধানতাবশত আগুন তার কাপড়ে ধরে যায়। মুহূর্তে আগুন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। পরিধেয় কাপড় খোলার কোনো সুযোগ পাননি ওই মহিলা। অগ্নিদগ্ধ মহিলার আর্তচিৎকারে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। অবস্থা সংকটজনক দেখে সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে অগ্নিদগ্ধ মহিলাকে উদ্ধার করে গোমতী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চড়িলাম দুই দিন ধরে নাবালিকা নিখোঁজ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ চড়িলামের কালিতলা এলাকার ১৫ বছর বয়সী এক নাবালিকা গত দু'দিন ধরে নিখোঁজ। ওই নাবালিকা চড়িলাম স্কুলে গিয়েছিল। মঙ্গলবার স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে আসেনি।

আত্মীয়-স্বজন সহ সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর করে তার কোন হদিস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পরিবারের লোকজনরা বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশকে বিষয়টি জানান। বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ স্কুল ছাত্রীর কোন হদিস মেলেনি। দুদিন ধরে ছাত্রী নিখোঁজের ঘটনায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনায় আহত যান চালক, অবস্থা আশঙ্কাজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। বুধবার ভোররাতে সিধাইয়ের তুলাবাগান চৌমুহনী এলাকায় একটি মারুতি ভ্যান দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। তাতে মারুতি ভ্যানের চালক গুরুতর ভাবে আহত হন। আহত চালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে মোহনপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত মারুতি ভ্যান গাড়ির নম্বর টিআর০১ভি ০১৭৪৫। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ভোররাতে আগরতলার দিক থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে শীঘ্রই, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খুব শীঘ্রই শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। আজ টেট ১ ও টেট ২ পরীক্ষা এবং এসটিজিটি ও এসটিপিজিটি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। তার ভিত্তিতেই শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ৩০৫৬ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। আরও ২৬২২ জন শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর টিআরবিটি-র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করে। আজ টেট ও এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জানান, টেট-১ ১১২২১ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০৬১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। টেট-২ ১৪৪৩৯ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং ২৬২৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, শিক্ষা দফতর ১৭৫ স্নাতক এবং ৬৩ জন স্নাতকোত্তর শিক্ষক নিয়োগের জন্য টিআরবিটি-র কাছে প্রার্থী চেয়েছে। সে মোতাবেক স্নাতক শিক্ষক পদে ৩০২৫ জন পরীক্ষা দিয়েছিল এবং ৮৯৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। তেমনি স্নাতকোত্তর পদে ১৬৩ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং ১৪০ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, টিআরবিটি মেধা তালিকার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষা দফতরকে প্রস্তাব দেবে।

এদিন তিনি জানান, এখন টেট ১ এবং টেট ২ উত্তীর্ণদের নথিপত্র যাচাই করা হবে। এরপরই তাঁদের শংসাপত্র দেবে টিআরবিটি। তিনি বলেন, টেট শংসাপত্রের মেয়াদ আজীবন জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই, প্রয়োজন অনুযায়ী দফতর টেট উত্তীর্ণদের নিযুক্তি দেবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ ডিসেম্বর।। গাছ থেকে পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হল খোয়াই থানাধিন পূর্বসোনাতলা এলাকায়। বুধবার বেলা দুইটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম মধুসূদন দাস (৫১)। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর ছিলেন। বাড়ি পূর্বসোনাতলা গাও সভায় ভূমিহীন কলোনি এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভূমিহীন কলোনি এলাকায় গাছের ডাল কাটার কাজ করছিলেন মধুসূদন দাস। কাটা ডাল অন্য একটি গাছের মধ্যে পড়ে। ডাল নামানোর সময় গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় মধুসূদন দাসকে খোয়াই জেলা হাসপাতলে নিয়ে আসে। জেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়ার অভিযোগে গৃহশিক্ষককে গণধোলাইয়ের পর দেয়া হল পুলিশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। পরস্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে জনৈক গৃহিক্ষককে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় জনগণ। খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইসিন্দ্রাইবাড়ি মনিরাম পাড়ায় ওই ঘটনায় অভিযুক্ত গৃহ শিক্ষক পলাশ সরকারের দাবি, ত্রিং উতব শেষে ওই মহিলাকে বাড়ি পৌছে দিতে গিয়েছিলেন তিনি। সন্দেহবসত এলাকাবাসী তাঁকে আটক করেছে এবং উত্তম-মধ্যম দিয়েছে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, মঙ্গলবার গভীর রাতে মহারানীপুর এলাকার বাসিন্দা প্রাণতোষ সরকারের ছেলে পলাশ সরকার দুই সন্তানের জননী ওই মহিলার বাড়িতে আসেন। তাঁদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে এমনটাই সন্দেহ হয় এলাকাবাসীর। সন্দেহবসত তাঁকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এলাকাবাসী। পুলিশ ওই মহিলাকেও থানায় নিয়ে গেছে। ওই ঘটনায় বুধবার সকালে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযুক্ত যুবক পলাশ সরকারের দাবি, ত্রিং উতব শেষে ওই মহিলাকে বাড়ি পৌছে দেওয়ার জন্য মনিরাম পাড়ায় গিয়েছিলেন তিনি। কিন্ত, এলকাবাসীর বক্তব্য, দুই জনকে অসংলগ্ন অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সামগ্রিক বিষয় তদন্ত করে দেখছে।

ভবিষ্যতে মহাকাশ সেক্টরে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের, দাবি ইসরোর বিজ্ঞানীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আগামী দিনে মহাকাশ সেক্টরে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন ইসরোর বিজ্ঞানী ড: জয়ন্ত জোশী। তাঁর কথায়, মহাকাশ কার্যকলাপ কখনই কোনও নির্দিষ্ট রাজ্য বা সাধারণভাবে কোনও অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তবে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, এমনটাই দেখতে পাচ্ছি। তাঁর মতে, এই অঞ্চলে যথেষ্ট সুযোগ উপলব্ধ রয়েছে।

তিনি বলেন, উত্তর-পূর্ব থেকে আসা শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপচারিতায় দেখেছি তাদের মহাকাশ শিল্প এবং তার ভবিষ্যত সম্পর্কিত প্রশ্ন খুবই উজ্জ্বল। তাঁর দাবি, যথেষ্ট সম্পদ থাকার কারণে পরিকাঠামো ইতিমধ্যে উপলব্ধ। এখন একমাত্র উপায় হল, সরকারের উচিত এগিয়ে আসা এবং সেই সম্পদগুলিকে সঠিক পথে ব্যবহার করা। সাথে তিনি যোগ করেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল আগামী দিনে অবশ্যই মহাকাশ সেক্টরে নেতৃত্ব দেবে।

এদিন তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইসরো ইতিমধ্যেই সকলের দরজা খুলে দিয়েছে। এখন শুধু সরকারের হাতে নেই। মহাকাশে অনেক কিছু আমরা খুলে দিয়েছি। তাঁর দাবি, অতীতেও বিভিন্ন কার্যক্রম বা মিশনে ৮০-৯০ শতাংশ কাজ বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন করা হয়েছে। আমরা শুধুই প্রস্তুত করার নকশা তৈরী করে দিচ্ছি।

তাঁর কথায়, ইসরো একটি মিশন শুরু করে তার নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করি এবং এটি বেসরকারি শিল্পকে দিয়ে দেই। যা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। তাই ছোট যান, ছোট রকেটের মতো জিনিস সাধারণ মানুষ তৈরি করছেন। এমনকি বেসরকারী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

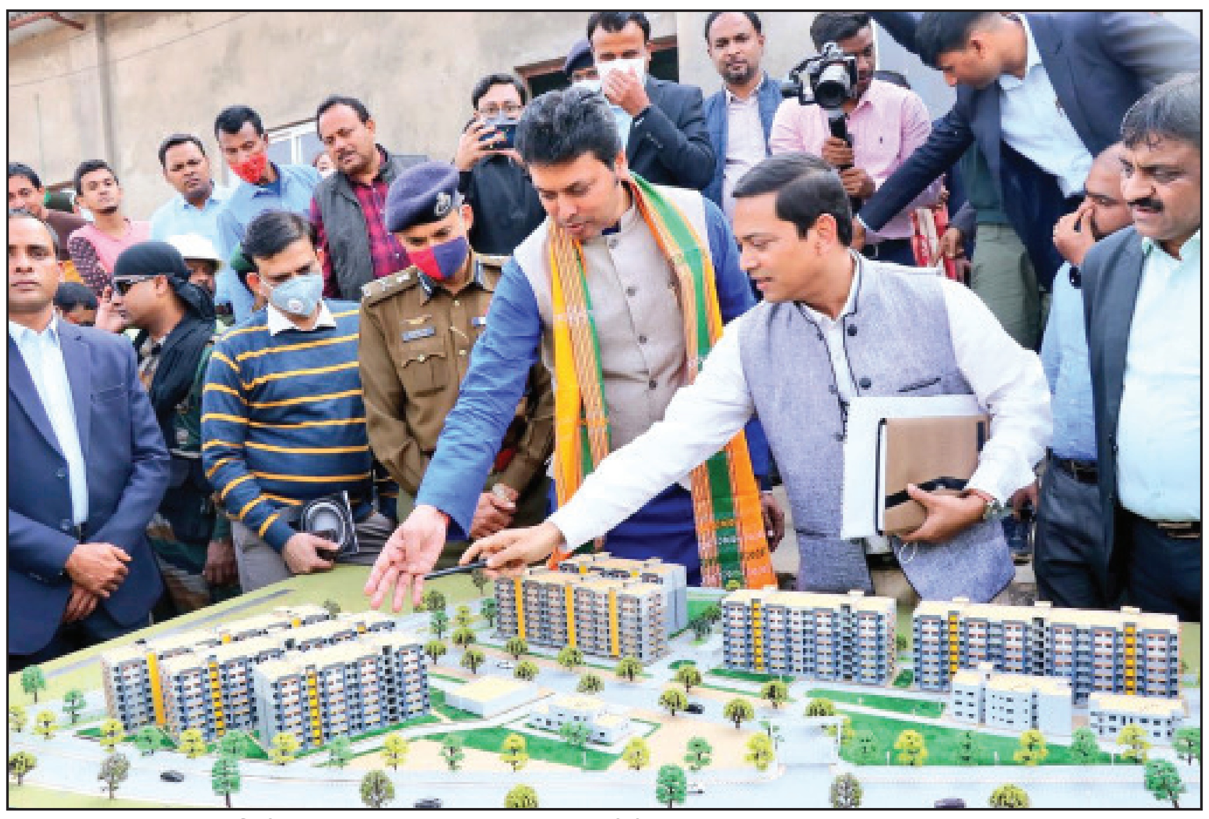

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বুধবার আখাউড়া আইসিপি এলাকায় লাইট হাউস প্রকল্প ঘুরে দেখেন।

ছাত্রছাত্রীদের গণিত মনস্ক হিসেবে গড়ে তুলতে আরও উৎসাহ দিতে হবে ঃ গণিতজ্ঞ ডঃ আনন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। ছাত্রছাত্রীদের গণিত মনস্ক হিসেবে গড়ে তুলতে আরও উৎসাহ দিতে হবে। গণিতের বিষয়ে তাদের আরও প্রশিক্ষিত করতে হবে। আজকের ছাত্রছাত্রীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এদের মধ্যে থেকেই গড়ে উঠবে আগামীদিনের এক একজন প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ। বিশ্ব খ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় গণিত দিবসের অনুষ্ঠানে একথা বলেন দেশের প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ডঃ আনন্দ কুমার। ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন ও ডিএসটি-র সহায়তায় আজ রাজধানীর সুকান্ত একাডেমীর প্রেক্ষাগৃহে জাতীয় গণিত দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন দেশের বরেণ্য বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তার ভাষণে প্রখ্যাত গণিত বিশেষজ্ঞ আনন্দ কুমার বলেন, গণিতের ক্ষেত্রে রামানুজনের অবদান অনস্বীকার্য সেটা প্রত্যেকেরই জানা। কিন্তু এই গণিতকে আরও সহজতর করে ভীতি দূর করার ক্ষেত্রে সুপার ৩০ বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারও এই সুপার ৩০ প্রোগ্রাম করার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে। তাঁর কথায়, এর জন্য সবচাইতে বেশী প্রয়োজন দক্ষ শিক্ষকের। যারা শিশুদের অঙ্ক শেখানোর জন্য সমগ্র জীবন দিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের গণিত মনস্ক করতে ত্রিপুরাতেও গণিত বিষয়ক ক্লাব গড়ার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি অনুরোধ রাখেন তিনি।

অনুষ্ঠানে গণিত দিবসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার সায়েন্টিস্টের চেয়ারম্যান ডঃ চন্দ্রমোলি যোশী। তিনি বলেন, রামানুজনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৮২ দিন ব্যাপী রামানুজন অমৃত ভারত যাত্রা শুরু হয়েছিল গুজরাটে। আজ ত্রিপুরাতে গণিত দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে সেই ভারত যাত্রা সম্পন্ন হচ্ছে। এই যাত্রাপথে অংশ নেওয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান তিনি। অনুষ্ঠানে জাতীয় গণিত দিবসের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রধান সচিব বি কে শাহু। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস।

তিনি বলেন, জাতীয় গণিত দিবসের গুরুত্ব সাপেক্ষে প্রতি বছরই রাজ্যে এই দিনটি বিশেষভাবে পালন করা হয়। বর্তমানে পশ্চিম জেলার আগরতলা এবং গোমতী জেলার উদয়পুরে সায়েন্স সেন্টার রয়েছে। আগামীতে রাজ্যের আরো ৬টি জেলাতে সায়েন্স সেন্টার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্কুলে মাথা ফাটল ছাত্রের, হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেননি স্কুল কর্তৃপক্ষ, ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ ডিসেম্বর।। বিশালগড় থানা এলাকার চড়িলামের শীতলটিলা এলাকায় স্কুলের বেঞ্চ থেকে পড়ে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত ছাত্রের নাম দিলীপ দাস। ব্রেঞ্চ থেকে পড়ে তার মাথা ফেটে রক্তপাত হয়েছে। স্কুল চলাকালে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্র বেঞ্চ থেকে পড়ে মাথা ফেটে রক্তপাত হতে থাকলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাননি বলে অভিযোগ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বদলে তার বাড়িতে খবর পাঠানো হয়।

পরিবারের লোকজন এসে তাকে স্কুল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যান। ছাত্রটির মা জানান, তার মাথা ফেটে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হয়েছে। স্কুল চলাকালে ছাত্র বেঞ্চ থেকে পড়ে রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনার পরও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে না যাওয়ার ঘটনায় অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বাড়িতে ছেলেমেয়েরা যেমন মা-বাবার কাছে স্নেহের পাত্র ঠিক তেমনি স্কুল চলাকালে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের কাছে স্নেহের পাত্র হওয়ার কথা। শুধু তাই নয় স্কুল চলাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। অথচ বেঞ্চ থেকে পড়ে আহত হওয়ার পরও শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের দায়িত্ব পালন করেননি। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আরো দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য অভিভাবক মহল থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৭৮ ◻ ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ◻ ৭ পৌষ ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মোবাইল ফোন ব্যবহারও মহার্ঘ

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বর্তমান মানব সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় জীবনধারণ কল্পনা করা যায় না। বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি নিঃসন্দেহে অগ্রগতির অন্যতম ধারক ও বাহক। আমাদের দেশের সরকার সরকারি কাজকর্ম সহ সর্বত্র স্বচ্ছতা বজায় রাখিবার তাগিদে অনলাইন ব্যবস্থা চালু করিয়াছে। সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে হইলে প্রত্যেক পরিবারকে অনলাইনের সুযোগ হাতের কাছে রাখিতে হইবে। আমাদের দেশেও মোবাইল ফোন বর্তমানে সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা হইতে শুরু করিয়া সবকিছুই মোবাইল ফোনের দ্বারা সম্ভব হইতেছে। বিশেষ করিয়া করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি মোবাইল ফোনের কদর আরো বাড়াই য়া দিয়াছে। মোবাইল ফোন ছাড়া একদিকে যেমন ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা অসম্ভব হয়ে ওঠে আছে ঠিক তেমনি সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাইতে হইলে মোবাইল ফোন খুবই জরুরী। এই অত্যাবশ্যক সামগ্রী ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন আমাদের দেশের শহর হইতে গ্রাম গ্রাম হইতে পাহাড় এলাকার সাধারণ মানুষজন। সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া মোবাইল প্রোভাইডাররা অধিক মুনাফা লাভের চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছেন। তাহাদের চক্রান্তের ফাঁদে পড়িয়া সাধারণ মানুষ যেন রীতিমতো দিশেহারা। তীব্র আর্থিক মন্দা ও করোনা অতিমারির অভিঘাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম ঊর্ধমুখী। এই সময়ে মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রদানকারী সংস্থাগুলি ইচ্ছেমতো মাসুল বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। সিমকার্ড কিনির সময় বলা হইত, সিমটি লাইফটাইম ফ্রি। তাহা হইলে মাসিক একটি ন্যূনতম রিচার্জ কেন করিতে হইবে? ৪৯ টাকা এখন হইয়াছে ৭৯ টাকা। শীঘ্রই তাহা বাড়াইয়া করা হইবে ৯৯ টাকা। অর্থাৎ, এক জন দরিদ্র মানুষ যিনি গ্যাস বুক করেন কিংবা কোনও সরকারি প্রকল্পের দরকারি বার্তা পান, তাঁহাকে এ সবের জন্য প্রতি মাসে প্রায় ১০০ টাকা খরচ করিতে হইবে। এটা ঠিক, অন্যান্য দেশ থেকে আমাদের দেশে মোবাইল ইন্টারনেট ডেটার মূল্য কম। তবে যে সব মানুষ শুধুমাত্র সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য মোবাইল ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কাছ থেকে কেন মাসুল নেওয়া হইবে? আজ থেকে ১০ বছর আগে অসংখ্য সার্ভিস প্রোভাইডার থাকার জন্য গ্রাহক অনেক সস্তায় মোবাইল ব্যবহার করিতে পারিতেন। তাহার পর শাসকদের বদান্যতায় কতিপয় কোম্পানি একচেটিয়া বাজার দখল শুরু করিল। আজ ২-৩টি কোম্পানি নিজেদের সুবিধামতো মাসুল ধার্য করিতছে।আর নেটওয়ার্ক প্রদানকারী কোম্পানিদের নিয়ন্ত্রক 'ডট' তাহাতে সায় দিতেছে।। এই কোম্পানিগুলি তো প্রথমে নামমাত্র খরচে পরিষেবা দিত। আজ তাহারা যেমন মাসুল ধার্য করিতেছে, সেটাই মানিয়া নিতে হইতেছে। হয়তো এক দিন ফোনের দামের থেকে সিম চালানোর মাসুল বেশি হইয়া যাইবে।

মোবাইল ফোন যেহেতু অত্যাবশ্যক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে সেহেতু মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের স্বার্থ রক্ষার দাবিতে সরকারকে আরো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ক্ষেত্রবিশেষে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের বিনামূল্যে কল করিবার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করিবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় যে উদ্দেশ্য নিয়া সরকার অনলাইন ব্যবস্থা চালু করিয়াছে সেই ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। স্বাভাবিক কারণেই জনস্বার্থ রক্ষায় সরকারকে এ বিষয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। পাশাপাশি মোবাইল ফোনের অপব্যবহার বন্ধ করতে সরকারকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। মোবাইল ফোনের কল্যাণে একদিকে যেমন সমাজ অগ্রগতির শেষে উন্নত হইবার প্রয়াস নিয়াছে,ঠিক তেমনি মোবাইল ফোনের কবলে পড়িয়া বিশেষ করিয়া ছাত্র-ছাত্রী ও যুবসমাজ ভয়ংকর পরিণতির সম্মুখীন হইতেছে। এই সব বিষয়ের প্রতিও নজরদারির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সার্বিক প্রয়াস এই ক্ষেত্রে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য আসিবে।

হাউলিতে দুটি হাতির দাঁত সহ গ্রেফতার চার চোরাকারবারি

বরপেটারোড (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বরপেটা জেলার অন্তর্গত বরপেটারোড এবং হাউলি পুলিশের যৌথ অভিযানে দু-দুটি হাতি দাঁত উদ্ধার হয়েছে। বন্য জীবজন্তু শিকার এবং তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চোরাকারবারে জড়িতে অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে বরপেটারোড থানা ওসি বিপুল কলিতা এবং হাউলি থানার ওসি গোপাল বরার নেতৃত্বে আজ বুধবার বিকেলের দিকে হাউলির মাদুলিঝাড়ে অভিযান চালান। ওই অভিযানে এমএল ০৫ কে ০০০৮ নম্বরের নম্বরের চার চাকার একটি গাড়ির বাম্পারের পেছনে বেঁধে হাতির দাঁত দুটি পাচার করছিল চোরাকারবারিরা। দাঁতগুলি ওদালগুড়ি থেকে বরপেটারোডের দিকে আসছিল। বরপেটারোড থানা ওসি বিপুল কলিতা জানান, গ্রেফতার হাতির দাঁতের চোরাকারবারিরা যথাক্রমে দীপক এক্কা, জনসন, রামসাই গড় এবং সত্য বসুমতারি (গাড়িচালক) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এরা ওদালগুড়ির বাসিন্দা বলে জানিয়েছেন পুলিশ অফিসার।

দিগরখালে কয়লাবাহী বলেরো পিকআপ গাড়ি আটক

দিগরখাল (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার দিগরখালে কয়লা মাফিয়া চক্রের তৎপরতা দিনদিন বেড়েই চলেছে। প্রশাসন তথা বিভাগীয় আধিকারিকদের চোখে ধুলো দিয়ে নিত্যনতুন পদ্ধতিতে কয়লা সরবরাহ করছে মাফিয়ারা। কখনও চালের চালান, কখনও আবার সিমেন্টের চালান, নয়তো মাছের খাদ্যের চালান ব্যবহার করে দিব্যি কয়লাবাহী ট্রাক প্রবেশ করছে বরাক উপত্যকায়। কয়লা পাচারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত তিন মাসের মধ্যে তিনজন সরকারি কর্মী সহ মোট ১৩ জন গ্রেফতার হয়েছেন। আজ মাছের খাদ্যের চালান দেখিয়ে কয়লা পাচার করতে গিয়ে দিগরখাল এমভি চেকগেটে পুলিশের হাতে আটক হয়ছে একটি বলেরো পিকআপ গাড়ি। তবে চালক ও খালাসি পালিয়ে যেতে সক্ষম হেছেয়। স্থানীয় কুখ্যাত কয়লা মাফিয়ারা এখনও পলাতক। তাদেরকে পুলিশ পাকড়াও করতে পারলে বরাকের অনেক রাজনৈতিক নেতার নাম প্রকাশ্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কাটিগড়ার বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ জনৈক রেহান উদ্দিন খান অবৈধ কয়লা সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলে পুলিশের কাছে রয়েছে তথ্য। কিছুদিন আগে ভাঙ্গারপার পুলিশ তাঁর একটি গাড়ি আটক করলেও রেহান উদ্দিন গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ওমিক্রন আতঙ্কে ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে নাগরিকদের টিকার চতুর্থ ডোজ দেওয়ার ঘোষণা ইজরায়েল সরকারের

জেরুসালেম, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের হাত থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে ষাটোর্ধদের টিকার চতুর্থ ডোজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ইজরায়েল সরকার। ইজরায়েলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের প্যানেল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট। ইজরায়েলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিৎজান হরোউইৎস জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত দেশে মোট ৩৪০ জন ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। সংক্রমণ ঠেকাতে ইতিমধ্যেই আমেরিকা , জার্মানি, ইটালি, তুরস্ক, কানাডার মতো দেশগুলির নাগরিকদের ইজরায়েল প্রবেশে নিষিদ্ধ জারি করেছে বেনেট সরকার। অফিস কাছারিতেও কর্মীদের উপস্থিতি কমিয়ে পঞ্চাশ শতাংশ করে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ইজরায়েলে ওমিক্রন আক্রান্ত এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তারপরই তড়িঘড়ি ষাটোর্ধদের টিকার চতুর্থ ডোজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে দেশের সরকার। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির একাধিক শারীরিক অসুস্থতা ছিল। করোনা আক্রান্ত ওই ব্যক্তি দু'সপ্তাহ আগে ভরতি হয়েছিলেন।

কাশী বিশ্বনাথ ধামঃ আমাদের জীবন্ত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

অনুরাগ সিং ঠাকুর

১৩ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কাশী বিশ্বনাথ ধাম উদ্বোধন করেছেন। এটা এক সভ্যতাময় নগরী, যা হল কাশী ও ঐতিহাসিক কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের সঙ্গে সাযুজ্য বিশিষ্ট অভূতপূর্ব প্রকল্প। কাশীর তাৎপর্য ও প্রাচীনত্বের উপর আলকপাত করে মার্ক টেয়েন লিখেছিলেন, "বারানসী হল ইতিহসের চেয়েও প্রাচীন ঐতিহ্যের চেয়েও প্রাচীন, এমনকী কিংবদন্তির চাইতেও প্রাচীন এবং এর সব কিছু একত্রিত করলে যা হয় তার চেয়েও দ্বিগুন প্রাচীন বলে মনে হয়"।

এই প্রকল্পটি উদ্বোধন করার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাদের এই গ্রহের উপর এক অন্যতম প্রাচীন জীবন্ত শহর, হিন্দুত্ববাদের ও আমাদের যুগ-যুগান্তরের প্রাচীন সভ্যতার উপকেন্দ্র, সার্বজনীন বিশ্বের কাছে কাশি অথবা বারানসীকে পুনরায় উৎসর্গ করেছেন।

এটা বিশ্বে প্রাচীনতম ধারাবাহিক বসবাসেপূর্ন নগরীগুলির মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। বিশ্ব জুড়ে অন্যান্য প্রাচীন শহরগুলি যখন সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক আক্রমনে বেঁচে থাকতে পারেনি, তখন কাশী তার চারিত্রিক উদ্দীপনা ঠিকই বহন করে রেখেছে। এর ধারাবাহীকতার মাধ্যমে এই শহর এমনকী বর্বর আক্রমন ও হানাদারীর মুখেও তার সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত পরিচিতি রক্ষা করতে তার কঠোর সহনশীলিতার সংকেত দিয়েছে। কাশী বিশ্বনাথ ধাম এই শহরের অত্যাচারীত অতীতের উর্ধে এক অভ্যুদিত গুরুগম্ভীর ব্রতের উত্থানকে প্রতিফলিত করছে। ভিন্ন অর্থে এটা হল বহু বর্ষ প্রাচীন এই দেশের আধ্যাত্মিক, শিক্ষাগত ও সৃজনশীল ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে এক বিনম্র প্রয়াস। এই ধামের সূত্রে ইতিহাস এক নতুন বাঁক নিয়েছে। সম্ভবত এটাই ইতিহাসে প্রথম বারের মতো কোনো রকম বিনাশ, অবসাদ অথবা কোনো রকম প্রতিহিংসার ছাড়াই হাজার হাজার বছরের

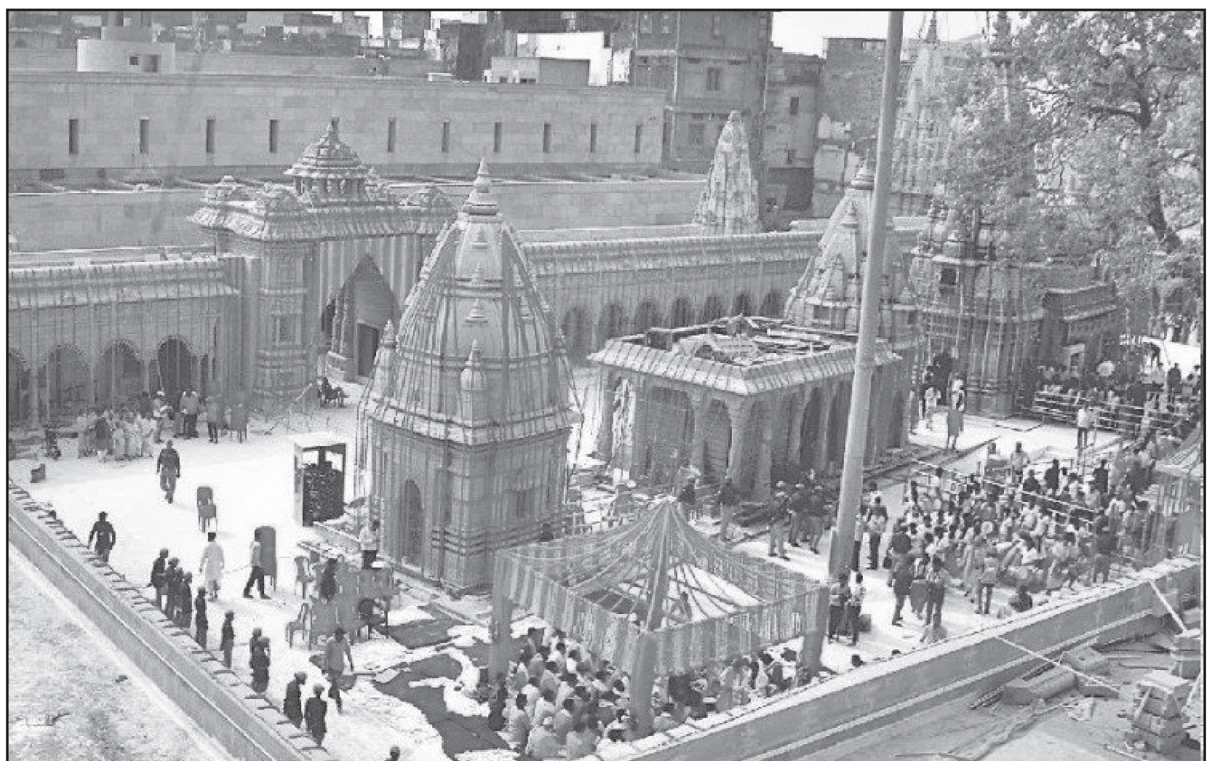

অবিচারের প্রেক্ষিতে অসমাপ্ত কাজ সাধিত হল। এটা অর্জিত হয়েছে একেবারেই নির্মান ও সৃজনের মাধ্যমে। যুগ যুগান্তর ধরে কাশির পরিচিত হল এটা স্বাধীনতা অথবা মুক্তির নগরী। সব দিক থেকে মানুষ মুক্তির সন্ধানে কাশীতে ছুটে আসে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই দিকদর্শন ও প্রয়াসকে শতাব্দী প্রাচীন গৌরব সহ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রতি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন।

কাশী বিশ্বনাথ ধাম হল সমগ্র মানবতার জন্য একটি প্রকল্প। কেননা এটা হল সভ্যতার নিজেরই ধারাবাহিকতার এক উদযাপন। তাই এটা হল সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি প্রকল্প। হিন্দু সর্বদেবতার মন্দির ভবনা পবিত্র ত্রিদেবতা-ভগবান ব্রহ্মা, বিশ্বের স্রষ্টা-ভগবান বিষ্ণু, বিশ্বের রক্ষাকর্তা-ভগবান শিব, বিশ্বের মুক্তিত্রাতা বিষয়ক ধারনাকে স্বীকৃতি জানায়। কাশী পরম শ্রদ্ধাবোধকে বির্ভূত করে, কারন এ হল ভগবান শিবের এক অন্যতম বাসস্থান। এ হল কাশীর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুত্বময় সারকথা। এ বছরের সংবিধান দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "ভারত এবং বিশ্বের বহু দেশের জন্য বহু প্রজন্ম ধরে ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলে বাস করাটা ছিল একটা বাধ্যবাধকতা। ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে শুরু হল এক ঔপনিবেশিকোত্তর যুগ এবং বহু দেশ স্বাধীনতা অর্জন করল। আজ বিশ্বে এমন কোনো দেশ নেই যা দৃশ্যত অন্য কোনো দেশের উপনিবেশ হয়ে আছে। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে ঔপনিবেশিক মানসিকতার একেবারে অবসান হয়ে গেছে"। তাই মানবতার জন্য এটাই বাধ্যতামূলক, বহু প্রজন্মের জন্য যারা ঔপনিবেশিকতাবাদের মধ্যে বেঁচে ছিল, তাদের আগে নিজেদেরকেই ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে মুক্ত করতে হবে, স্বাধীনতা অর্জন করতে ও পুনরায় উপস্থাপক হতে এটা আবশ্যক।

ঐতিহাসিকভাবে অন্যান্য আরো অনেক কিছুর পাশাপাশি ঔপনিবেশিকতার মূল অস্ত্র ও লক্ষ্য, উপায় ও পদ্ধতিগুলি হয়ে উঠেছিল লুন্ঠন ও ধ্বংস। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের বর্বর ঘাতকদের কাছে সভ্যতার সম্পদ, জ্ঞান ও প্রত্নতাত্ত্বিক ভান্ডার গুলি ছিল প্রধানতম আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু। কাশীতে ফিরে আসছি। এই কিংবদন্তি নগরীও ক্রমাগতভাবে লুন্ঠন ও অনাচার, ধংস ও বিনাশের শিকার হয়েছে যার বহু চিহ্ন রয়ে গেছে এবং বলে দিচ্ছে কল্পনায় এ শহর কেমন হতে পারত। এটা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্রদর্শশালা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে কাশী থেক প্রাপ্ত গৌরবময় প্রাচীন সামগ্রীর নমুনা হিসেবে স্বাক্ষ্য-প্রমাণ বহন করছে।

সাধারনভাবে কাশী নগরী, এবং বিশেষভাবে শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, অতীতে বহু বার ধ্বংস করা হয়েছে এবং নির্মানও করা হয়েছে বহুবার। প্রাথমিকভাবে শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করেছিল ঘুরিদ তুর্কি সুলতান কুতুব-উদ-দিন আইবক এবং তা পুনর্নির্মান করেন একজন গুজরাটি ব্যবসায়ী। এই ধংস ও পুনর্নির্মানের কাহিনি চলছিল ১৭৮০ পর্যন্ত, তারপর যখন মহান মারাঠা রানী আহিল্যাবাই হোলকর স্বপ্নে দেখতে পেলেন ভগবান শিব এসেছেন এবং তিনি ভগবান শিবের ভক্ত হলেন ও নির্মান করলেন এই মন্দির তখন তা থামল। একটি কিংবদন্তি এই রকম। অন্য একটি কিংবদন্তি অনুযায়ী, এই নগরীর উপর আক্রমনের পর শিবাজি মহারাজ তৎক্ষনাৎ হাতে তুলে নেন তরবারি। বলা হয়ে থাকে, ঔরঙ্গজের যখন কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করল, তখন শিবাজি মহারাজের মতো জিজাবাই এতটাই ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলেন যে তিনি মুঘলের নিয়ন্ত্রানাধীন সিংহগড় দুর্গ দখল করতে এক বিন্দু দ্বিধা করেননি। বাকিটা ইতিহাস।

এই মন্দির প্রাঙ্গনের পুনরুজ্জীবন শুধু ঔপনিবেশিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসার একটি পদক্ষেপ মাত্র নয়, উপরুক্ত বর্বরতার উপর সভ্যতার প্রাধান্যকেও এটা প্রতীকায়িত করছে, আদিম নৃশংসটার উপর জ্ঞান ও শ্রদ্ধার এক আসনের পুনসতিষ্ঠা। এই প্রকল্প হল গঠনমূলক আবেদনের মাধ্যমে সাশাপাশি সম্পূর্ন সংহতিকে সুনিশ্চিত করে এইসব প্রশংসনীয় লক্ষ্য অর্জন করতে একটি উদাহরনকে উপস্থাপনা করছে এবং একে অনুসরন করার এক নিদর্শন। আমাদের কাশী বিকশিত ও সমৃদ্ধতর হয়ে উঠুক। ভগবান শিব তাঁর স্বর্গীয় মহিমা দিয়ে আশীর্বাদধন্য করুন।

(লেখক কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী)

বিশিষ্ট ও বড় মানুষদের চোখে বিদ্যাসাগর

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বিদ্যাসাগর নামের সঙ্গে পরিচয় তখনো হয়নি যখন বর্ণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। তবে বড় হয় বুঝতে পারলাম এই একটি ছোটো বই 'বর্ণপরিচয়' আমাদের সহজে বড় করার এক বড় সোপান। আর একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর কোনো বড় বা ভারী বই লিখে বড় হননি, তিনি ছোট বই লিখে আমাদের বড় করার জন্য নিজে বড় হয়েছেন। তাঁর সময়ে ধর্মীয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রী আচার আচরণে যখন মানুষের সংস্কৃতির পরিচয় তখন সেই পরিবেশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়েও তিন কখনো তা মানেননি। শুধু তাই নয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধন থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষা সংস্কার করতে আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কার করতে আজবীন নিরসলভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কারে মধ্যে গড়তে চেয়েছিলেন গোঁড়ামিমুক্ত সমাজ। তিনি বুঝেছিলেন এই সমাজ গড়া ততক্ষণ সম্ভব নয় যদি না নারীরা সচেতন হয়। তাই নারীশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন প্রথমেই। কারণ তদানীন্তন সময়ে কুংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধনে সব থেকে অবহেলিত ছিল নারীরা। নারীদের দুঃখ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভূতি থেকে বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধাবা বিবাহ প্রর্বতনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ বিষয়ে সারা সমাজের বিরুদ্ধে তিনি একা এলেন এগিয়ে। তাঁর তেজোদীপ্ত যুক্তি এমনকী গোঁড়া পণ্ডিতদের শাস্ত্রে বিধানের কথা দিয়ে তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন করলেও সমাজপতিদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে জয় করতে পারেননি। তবুও তিনি পিছিয়ে আসেননি। সমাজের বালোর জন্য যা করা উচিত তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি নিজের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে সঙ্কুচিত হইব না। সমাজের ভালো করার জন্য বিদ্যাসাগর কখনো ভয় পাননি। এই অকুতোভয় মানুষটি মানুষের দুঃখ -কষ্টে অনায়াসে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতেন এবং যথাসাধ্য সেই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। আমৃত্যু তিনি এই কাজ করে নিজেকে নিঃশ্ব করেছেন। মানুষের মনে তিনি আজও দয়ার সাগর ও করুণা সাগর।

তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট মানুষদের কথা উল্লেখ করলে বোঝ যাবে তাঁরা তাঁকে কী চোখে দেখেছেন। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের

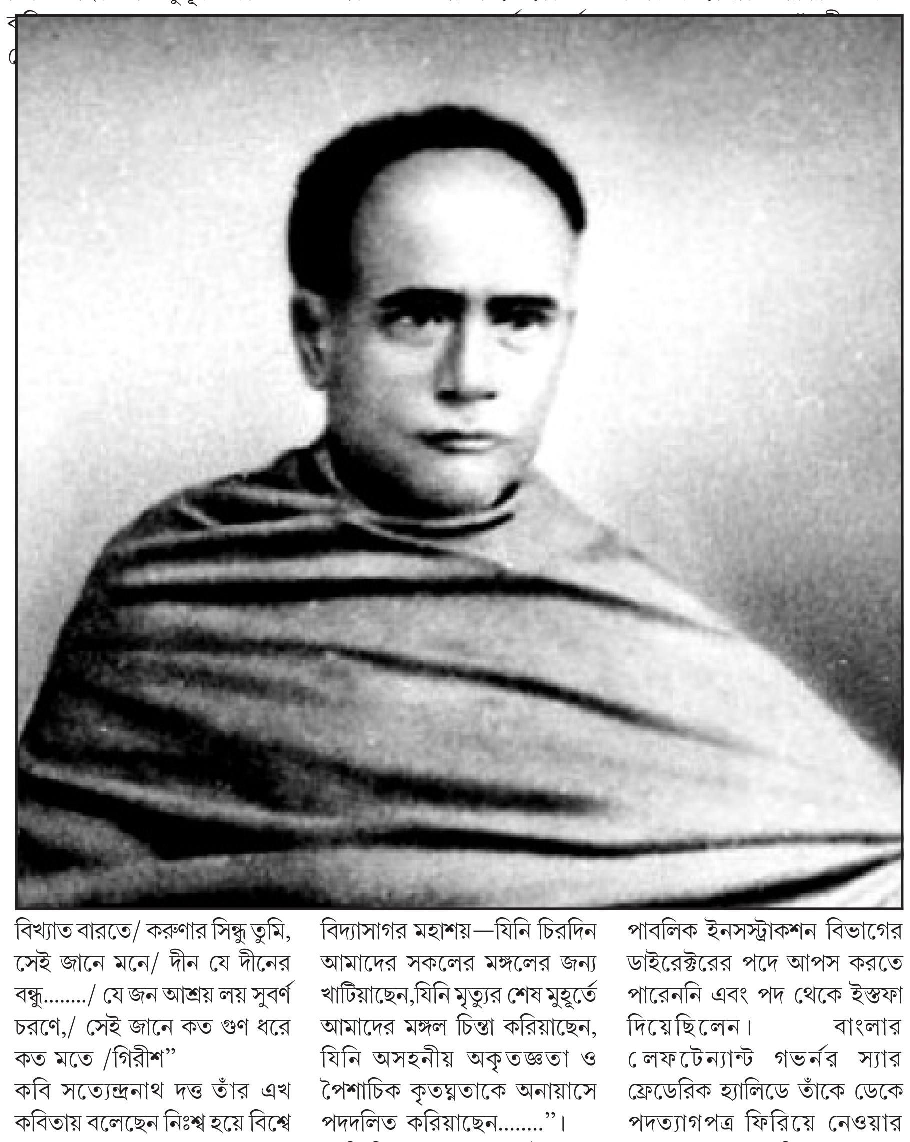

বিখ্যাত বারতে/ করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে/ দীন যে দীনের বন্ধু......../ যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,/ সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে /গিরীশ"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এখ কবিতায় বলেছেন নিঃশ্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দযার অবতার।

কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।

দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার, সাম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত মৎকার"।

১৮৯১ সালে ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরের দিন কবি ও গল্পকার মানকুমারী বসু লিখেছেন "লোকে যত বিশ্বস করিতে চাইতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই, তিনি ততই যেন অসংখ্য মূর্তি ধরিয়া ভয়ার্তকে অভয় দিতেছেন। শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সকল ব্যথিতের হাত দিয়া—সেই স্নেহমাখা হাত দিয়া মুছিয়া দিতেছেন। তাই বলিতেছে,রাম মরিতে জানে, শংকর মরিতে জানে, তাহাদের মতো শত সহস্র প্রাণী নিত্যই মরিয়া থাকে, বুঝি বা কত বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবাগীশেরাও মরিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের গরিবের দাঁড়াইবার অবলম্বন, দীনহীনের প্রতিপালক, অনাথের ভরসা সত্য ন্যায়ের বিদ্যাসাগর মহাশয়—যিনি চিরদিন আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য খাটিয়াছেন,যিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন, যিনি অসহনীয় অকৃতজ্ঞতা ও পৈশাচিক কৃতঘ্নতাকে অনায়াসে পদদলিত করিয়াছেন........"।

গান্ধিজি বলেছেন, "ঈশ্বচন্দ্র শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর ছিলে না তিনি ছিলেন করুণার সাগর, উদারতার সাগর, সেই সঙ্গে আরও অনেক গুণের সাগর। যে সমস্ত ভাল কাজ তিনি করেছেন, সেখানে উচ্চ নীচ এমন ভেদাভেদ তিনি করেননি। আদর্শের জন্য বিদ্যাসাগর সারাজীবন কী ঘরে কী বাইরে সবজায়গায় ছিলেন আপসহীন। তদানীন্তন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ নিজের জামাইকে আর্থিক তছরুপের জন্য শুধু ভৎর্সনাই করেননি, তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। এ কাজটি সেই মানুষই করতে পারেন যিনি বলেন, যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রণ করে, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওযা তাহার পরমধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে তোয়াজ করে পদ আঁকড়ে থাকার চেয়ে ইস্তফা দিতে তিনি চাইবেন তো। এ ব্যাপারে গান্ধিজির এক পাবলিক ইনসস্ট্রাকশন বিভাগের ডাইরেক্টরের পদে আপস করতে পারেননি এবং পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডেরিক হ্যালিডে তাঁকে ডেকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করলে বিদ্যাসাগর তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পণই তাঁর মহত্ব ও মানবিকতার যথার্থ প্রকাশ ঘটে।

অর্থনীতি ও ইতিহাসের গবেষক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক উন্নতিসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। নির্জীব জাতির সামাজিক উন্নতির সাধন করা কত কষ্টসাধ্য, তাহা আমরা অদ্যাবধি পদে পদে দেখিতে পাইতেছে। অদ্যাবধি যদি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিংশৎ বৎসর পূর্বে ইহার কিরুপ বল ছিল সহজেই অনুভব করা যায়। সামান্য লোক এরূপ অবস্থায় হতাশ হইত, কৃতসংসকল্প ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষের হৃদয়শূন্যতা নির্জীব জাতির নিশ্চয়তা অন্যদিকে বিদ্যাসাগ। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা অন্যদিকে ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুকীর্তির বল, উপকর্মের উৎপীড়ন অপ্রকৃত হিন্দু গুণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্যদিকের মত, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব নিশ্চল, তেজহীন বঙ্গসমাজ---অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত গবীর। কার সাহসের সঙ্গে ঘটনাটা আমরা সবাই জানি। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর দেখা করতে গিয়ে দেখেন কার সাহেব বুট জুতো পরা পা দু'টি টেবিলের উপর তুলে বসে আছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখা পা না নামিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন পা দিয়েই। সেদিন বিদ্যাসাগর কোনো প্রতিবাদ না করেই কাজ সেরে চলে এলেন। আবার কোনো এক কারণে সংস্কৃত কলেজ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার সাহেব দেখা করতে এলেন। কার সাহেব বিদ্যাসাগরের ঘরে প্রবেশ করতেই বিদ্যাসাগর চটিজুতো পরা অবস্থায় পা দু'টি টেবিলে তুলে দিলেন একইভাবে কার সাহেবকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কার সাহেব অপমানিত বোধ করে ওপরমহলে বিদ্যাসগরের নামে নালিশ করেন এবং তদনুসারে বিদ্যাসগরের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তার উত্তরে তিনি লেখেন, আমি ভেবেছিলাম যে আমরা নেটিভরা হলাম এক অসভ্য জাতি, একজন ভদ্র অতিথিকে ভালো করে অভ্যর্থনা করতে জানি না। যে ব্যবহারের জন্য মাননীয় কার সাহেব অভিযোগ করেছেন, তা আমি ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই শিখেছিলাম কিছুদিন আগে,যখন আমি ওঁর কামরায় সাক্ষৎ করতে গিয়েছিলাম। একজন সুশিক্ষিত সুসভ্য ইউরোপিয়ানের কাছে এইভাবে আমি ভদ্র ব্যবহারের ধারণা পেলাম। তিনি যেমন ব্যবহার করেছিলেন আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই ব্যবহারই তাঁর সঙ্গে করেছি।

শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কার শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, তিনি কখনো আত্মমর্যাদা ভোলেন নাই। কখনো সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহার কুষ্ঠিতে লেখা নাই। জগদীশ্বর খাঁটি ইস্পাতে তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙবেন তবু নত হইবেন না। ইহাকেই তো বলে মানুষ। নতুনবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবনধারণা করা তো শৃগাল কুকুরের কাজ। এই গুণে এই মহাপুরুষকে আমরা এত ভালবাসি। আমাদের ভারতবর্ষে এমন রাজ্য নাই যাহার অপেক্ষা ওই দরিদ্র্যের সন্তান বিদ্যাসাগর বড়লোক নহের। যে স্ব কর্তব্য সাধনে সাহাসী সেই মানুষকুলের রাজা। আমাদের বিদ্যাসাগর এই হিসাবে একজন বড় রাজা।

নিবেদিতার লেখা বিদ্যাসাগরের প্রতি বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা কতটা ছিল তা জানা যায়। মৃত্যুর দুই দিন আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেন রামকৃষ্ণের পরে বিদ্যাসাগরকে গুরুদেব বলে তিনি অনুসরণ করতেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাংলার বাঘ বলেসুপরিচিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সরল ও সাধারণ মানুষ ছিলেন অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাধাণর। তাঁহার ব্যক্তিত্ব চরিত্র, জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ত, সাহস ও গঠনশক্তি ছিল অসাধারণ। সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা তাঁহার জীবনের অতি শুদ্র কার্যটির মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কর্ম ছিলেন, কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখে ছিল না, উহা সুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তিনি আরো বলেছেন বিদ্যাসাগর এই কথাটি আমার কাছে একজন মানুষের নামমাত্র নয়, ইহা আমার নিকট একটি মন্ত্রস্বরূপ।বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন আমার নিকট একটি জ্যোতির্ময় অশোকস্তম্ভ স্বরূপ। মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহজীবনে যদি কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে এই একটি মাত্র অমোঘ মন্ত্র আছে। বিদ্যাসাগর এই কথাটি উচ্চারণেই পূণ্য। তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন অনেকখানি বিকশিত হইয়াছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জামিন পেলেন কাঠুয়া ধর্ষণ মামলায় 'সাজাপ্রাপ্ত' পুলিশ অফিসার

চণ্ডীগড়, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : শাস্তির মেয়াদ 'সাসপেন্ড' করে জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়া ধর্ষণ মামলায় অন্যতম দোষী সাব্যস্ত আনন্দ দত্তর জামিন মঞ্জুর করল পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট । ব্যক্তিগত সিকিওরিটি বন্ডে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০১৮ সালে জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়ায় চাঞ্চল্যকর ধর্ষণ মামলায় ৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তাদেরই একজন আনন্দ দত্তর বাকি শাস্তির মেয়াদ 'সাসপেন্ড' করে বিচারপতি তেজিন্দর সিং দিন্ডসা ও বিচারপতি বিনোদ এস ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ তার জামিনের নির্দেশ দেয় । নিম্ন আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি সাপেক্ষে আনন্দ দত্তকে জামিন নিতে হবে। আনন্দের ব্যক্তিগত আবেদন খতিয়ে দেখেই আদালত এই সিদ্ধান্ত নেয়।

২০১৮ সালে জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়ার কাছে রসনা গ্রামে গণলালসার শিকার হয় আট বছরের এক শিশুকন্যা। যাযাবর বাকরওয়াল সম্প্রদায়ের এই বালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে এক পুরোহিত সহ তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নাম সামনে আসে। মোট সাত জনের নামে সেসময় এফআইআর হয়েছিল। এর মধ্যে ছ'জনকে দোষীসাব্যস্ত করেছিল পাঠানকোটের সেশন জজ।

এদিন হাইকোর্টে জামিন হওয়া আনন্দ দত্ত ছিলেন পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর। ঘটনার দিন ভারপ্রাপ্ত স্টেশন হাউজ অফিসার পদে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা ছাড়াও আদালতে মিথ্যে বয়ান দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।

আইপিসির ২০১ ধারা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধ আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল। তার মধ্যে রণবীর আইনের ধারাও রয়েছে।বিচারে তাঁর পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। হাইকোর্টে আবেদনে জানানো হয়, ২০১৮ সালের ১১ জানুয়ারি দিনটির জন্যই শুধু ভারপ্রাপ্ত এসএইচও-র দায়িত্ব ছিলেন আনন্দ দত্ত। কারণ, এসএইচও ওই দিন ছুটিতে ছিলেন। পরদিন তিনি ডিউটিতে যোগ দেন। তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন ডিসিপি। আনন্দ দত্তের বিরুদ্ধে মামলার তথ্য লোপাটের যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা-ও খারিজ হয়ে যায় হাইকোর্টে।

বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অগ্রণী অবদান রেখেছে আইআইটি কানপুর : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ২৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার আইআইটি কানপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আইআইটি কানপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন মোদী। আইআইটি কানপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর মতে, আইআইটি কানপুর একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান। বুধবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার জন্য চলতি মাসের ২৮ তারিখ আইআইটি কানপুরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। আইআইটি কানপুর একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অগ্রণী অবদান রেখেছে।'

কৃষিতে সাফল্যের জন্য কেন্দ্রকে ধন্যবাদ কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২শে ডিসেম্বর।। ভারতের সব ছোট গুলো রাজ্যের মধ্যে কৃষিতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের শিরোপা পায় ক্ষুদ্র পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা। দেশের ছোট রাজ্যগুলোর মধ্যে ইন্ডিয়া টুডে আয়োজিত কৃষি বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়টি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কৃষিক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে চলছে এবং উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে বলেও দাবি করেন। এদিকে কৃষিতে ত্রিপুরা দেশের ছোট রাজ্যগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেতেই কৃষি দপ্তরের আধিকারিক, কর্মী সহ কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে সারা রাজ্যের সাথে উদয়পুরেও ।

রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় এই সাফল্যের শিরোপা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা ভারতবর্ষের ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে কৃষিতে সর্বোত্তম কার্যসম্পাদনের জন্য ইন্ডিয়া টুডে কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। এই সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কৃষক ও কৃষক কল্যান দপ্তরে নিয়োজিত আধিকারিক, কর্মী এবং সকল কৃষকদের অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। উল্লিখিত সকলের মিলিত প্রচেষ্টার জন্যই কৃষিকাজে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়েছে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন রাজ্যের কৃষক ও কৃষক কল্যাণ , পর্যটন ও পরিবহন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ।

উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিটের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২শে ডিসেম্বর।। রক্ত দান মহৎ দান, রক্ত দান জীবন দান। করোনা আবহে বিভিন্ন হাসপাতাল গুলোতে রক্তের চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এলো উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিটের সদস্য/সদস্যারা। বুধবার এক মেগা রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে। এন এস এস ইউনিট এর ছাত্র ছাত্রীরা এই রক্ত দান শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন। উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে এন এস এস ইউনিটের সাতদিন ব্যাপী বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বিশেষ শিবিরের অঙ্গ হিসেবে বুধবার এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এই রক্ত দান শিবিরের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলো নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের এলামনি এসোসিয়েশন এর প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষক ও কৃষক কল্যাণ, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। এই রক্ত দান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রবীর দাস, উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ সুধন দেবনাথ, সমাজসেবী রাকেশ শীল, অধ্যাপক অঞ্জন পোদ্দার, গোমতী জেলা ব্লাড ব্যাঙ্ক ইনচার্জ ডাঃ সঞ্জিত নোয়াতিয়া, উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস পোগ্রাম অফিসার প্রদীপ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। রক্তের সঙ্কট মেটাতে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা স্বেচ্ছা এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন।

আগরতলা পুর নিগমের নব নির্বাচিত সদস্যদের সংবর্ধনা দিয়েছেন নিগমের ক্লিনিং স্টাফরা। ছবি নিজস্ব।

২ ডিগ্রি চড়ল তাপমাত্রা, বড়দিনে নাও থাকতে পারে জাঁকিয়ে শীত

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): গত কয়েকদিন ধরে শীতের বেশ ভালই দাপট ছিল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে, তাপমাত্রা ছিল ১২ ডিগ্রির মধ্যেই। কিন্তু, বুধবার ২ ডিগ্রি চড়ল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। ফলে একটু হলেও শীত কমেছে, তবে শীত আদৌ কমেছে কি-না তা বোঝা যায়নি সেভাবে। শীতের শিরশিরানি বেশ ভালই টের পাওয়া গিয়েছে। বুধবার তিলোত্তমার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েক দিনে আরও কিছুটা বাড়তে পারে তাপমাত্রা। যার জেরে বড়দিনের সময় স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকতে পারে তাপমাত্রা। গত কয়েক দিনে কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে শীতের দাপটের অন্যতম কারণ ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের সৌজন্যে হু হু করে তাপমাত্রা নামছিল বঙ্গভূমিতে। কিন্তু, আগামী কয়েক দিনে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে শৈত্যপ্রবাহ কিছুটা হলেও কমবে। যার জেরে ওই সব এলাকায় তাপমাত্রাও ৩-৪ ডিগ্রি বাড়তে পারে এবং পশ্চিমবঙ্গেও শীতের আমেজ কিছুটা কমবে। বুধবার সকালে মহানগরী ও দক্ষিণবঙ্গের অন্যত্র হালকা কুয়াশা ছিল, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ২১৩, এবার শীর্ষে দিল্লি : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতিতে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। বুধবার সকাল পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২১৩-তে পৌঁছেছে, মোট ১৫টি রাজ্যে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনে আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে সর্বাগ্রে দিল্লি, তারপরই মহারাষ্ট্র। দিল্লিতে করোনার নতুন প্রজাতিতে আক্রান্ত ৫৭ জন, মহারাষ্ট্রে মোট আক্রান্ত ৫৪, তেলেঙ্গানায় ২৪ জন, কর্ণাটকে ১৯ জন, রাজস্থানে ১৮ জন, কেরলে ১৫ জন, গুজরাটে ১৪ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, ওড়িশায় দু''জন, উত্তর প্রদেশে দু''জন, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন, চন্ডীগড়ে একজন, লাদাখে একজন, তামিলনাড়ুতে একজন ও পশ্চিমবঙ্গে একজন। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ২১৩ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৯০ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ২৮ জন, দিল্লিতে ১৭ জন, রাজস্থানে ১৮ জনই সুস্থ, কর্ণাটকে ১৫ জন, গুজরাটে ৪ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, উত্তর প্রদেশে দু'জনই সুস্থ, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন সুস্থ হয়েছেন, লাদাখে একজন সুস্থ এবং পশ্চিমবঙ্গে ওমিক্রনে আক্রান্ত একজন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

ভারতে ১৩৯-কোটি ছুঁইছুঁই টিকাকরণ, কোভিড-টেস্ট নয়া মাইলফলকে

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): কোভিড-টিকাকরণ অভিযানে একের পর এক মাইলফলকে পৌঁছে যাচ্ছে ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৭ লক্ষ ০৫ হাজার ০৩৯ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৩৮.৯৫-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৩৮,৯৫,৯০,৬৭০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ৬৬.৭৩-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১২,২৯,৫১২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৬,৭৩,৫৬,১৭১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১২,২৯,৫১২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ হাজার ৩১৭ জন।

ধলাইয়ে ফের বাজেয়াপ্ত প্রচুর পরিমাণের বার্মিজ সুপারি ও বিদেশি সিগারেট, আটক এক

ধলাই (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত ধলাইয়ে ফের বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণের বার্মিজ সুপারি ও বিদেশি সিগারেট। মোট ৩০ বস্তা ১,২০০ কেজি বার্মিজ সুপারি এবং বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে ধলাই থানার পুলিশ। ধলাই থানার নবাগত ওসি হিমাক্ষী নাথের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী আজ বুধবার সকালে গোপন অভিযান চালিয়ে ভাগাবাজার থেকে এএস ২৪ সি ৯২৫০ নম্বরের বলেরো পিকআপ গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বারোশো কেজি বার্মিজ সুপারি সহ বরপেটা জেলার বড়পানির বাসিন্দা গাড়ি চালক সুলেমান দেওয়ানকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ধলাই থানা এলাকার নতুন বাজার থেকে এমএল ০৪ সি ১৭১০ নম্বরের একটি ইনোভা গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণের বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি শিলচর মেহেরপুরের বাসিন্দা চালক রাকিব হুসেনকে আটক করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্তকৃত বার্মিজ সুপারি ও বিদেশি সিগারেট এবং বলেরো পিকআপ ও ইনোভা গাড়ি ধলাই থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশি সিগারেট ও বার্মিজ সুপারির বাজারমূল্য বহু লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে ধলাই পুলিশ।

১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিকত্ব চেয়ে ৭,৩০৬ পাকিস্তানি আবেদন করেছেন

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : ভারতের নাগরিকত্ব চেয়ে কেন্দ্রের কাছে এ পর্যন্ত যত বিদেশির আবেদন জমা পড়ে রয়েছে, তার ৭০ শতাংশই পাকিস্তানি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে সালের ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য ১০,৬৩৫ জনের আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৭,৩০৬ জনই পাকিস্তানের নাগরিক।

এই মুহূর্তে কেন্দ্রের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য ঠিক কত আবেদন জমা রয়েছে, বুধবার তা জানতে চেয়েছিলেন সাংসদ আবদুল ওয়াহাব। জবাবে স্বরাষ্টর্মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই লিখিত বিবৃতি দিয়ে জানান, ২০২১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য ১০,৬৩৫ জনের আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৭,৩০৬ জনই পাকিস্তানের নাগরিক। আফগানিস্তানের ১,১৫২ জন নাগরিকের আবেদনও কেন্দ্রের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কা ও আমেরিকার ২২৩ জন, নেপালের ১৮৯ জন, বাংলাদেশের ১৬১ জন, এবং নির্দিষ্ট কোনও দেশের নাগরিক নন, এমন ৪২৮ জন ভারতীয় নাগরিকত্ব চেয়ে আবেদন করেছেন। এই আবেদনের তালিকায় চিনেরও ১০ নাগরিকের নাম রয়েছে। এই আবেদনকারীরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন কি না, তা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সিদ্ধান্তের উপর। সবকিছু নথিপত্র খতিয়ে দেখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

সদের শেষ দিনে সোনিয়াকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন কংগ্রেস সাংসদরা

নয়াদিল্লি , ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : জন্মদিনের আগের দিন চপার দুর্ঘটনায় জেনারেল বিপিন রাওয়াত তাঁর স্ত্রী আরও ১২ জনের প্রয়াত হন। সেই দুঃখের দিনে নিজের জন্মদিনের আড়ম্বর বাতিল করার কথা ঘোষণা করেছিলেন কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সোনিয়া গান্ধির প্রতিটি শুভানুধ্যায়ী সেই দিনটা প্রকাশ্যে পালন করা থেকে বিরতই ছিলেন। তবে আজ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দিনে দল নেত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন কংগ্রেস সাংসদরা।

আজ, বুধবার ছিল সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দিন। যদিও আরও একটা দিন অধিবেশন চলার কথা ছিল। কিন্তু, এ দিনই দাড়ি টেনে দেওয়া হয় অধিবেশনের। আর এই অধিবেশনের শেষ দিন নেত্রী সংসদ ভবন ছেড়ে যাওয়ার সময় দল নেত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন কংগ্রেস সাংসদরা।

এদিন সিঁড়ি দিয়ে নীচে কংগ্রেস সভানেত্রী তখন সবাইকে বিদায় জানিয়ে গাড়িতে উঠবেন। গাড়ি এসে দাঁড়াল সোনিয়ার কাছে। ঠিক গাড়িতে উঠতে যাবেন। তখনই এগিয়ে এলেন অধীর-সহ অন্য কংগ্রেস নেতারা। দেরিতে হলেও সোনিয়াকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন। সভানেত্রীও ধন্যবাদ জানালেন। স্মিত হাসিতে গাড়িতে উঠলেন সোনিয়া। পিছু ফিরলেন অধীররাও। ৭৫ বছরের সোনিয়া রওনা দিলেন ১০ নম্বর জনপথের দিকে। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সর্বভারতীয় স্তরে আবারও ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করল ধর্মনগরের দুই ছাত্রী

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। রাজ্য তথা বহির্রাজ্যের স্বনামখ্যাত আবৃত্তি প্রতিষ্ঠান শ্রুতিপুরম সর্বভারতীয় স্তরে আবারও ধর্মনগর তথা ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করলো।২০১৯-২০২০ ইং বর্ষের বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত আবৃত্তি রত্ন ও আবৃত্তি বিভাকর পরীক্ষায় শ্রুতিপুরমএর দুজন ছাত্রী সর্বভারতীয় স্তরে স্বর্ণপদক এবং ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে গর্বিত করলো সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে।একই শিক্ষাবর্ষে শ্রুতিপুরমএর দুটো পদক অর্জনের সাফল্য সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

১) ২০১৯ - ২০২০ ইং শিক্ষাবর্ষে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত আবৃত্তির সপ্তম বর্ষ পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং স্বর্ণপদক অর্জন করে "আবৃত্তি রত্ন" উপাধি লাভ করলো ত্রিপুরার বিশিষ্ট আবৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রুতিপুরমএর ছাত্রী শ্রীমতী বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য্য।

গত ১২/১২/২০২১ ইং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহের মঞ্চে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শ্রীমতী বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য্যকে স্বর্ণপদক, শংসাপত্র এবং এককালীন বৃত্তিবাবদ নগদ ২০০০ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। উৎসব মঞ্চ থেকে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের পক্ষে ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্পী শ্রদ্ধেয়া সুব্রতা সোম মহোদয়া শ্রীমতী বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য্যকে পুরস্কৃত করেন।পুরস্কার বিতরণ মঞ্চে বিশেষ অতিথির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীমতী সুব্রতা সোম, শ্রীমতী ইন্দ্রানী চক্রবর্তী, শ্রী রতন চক্রবর্তী এবং শ্রী প্রতাপ রঞ্জন নাথ প্রমুখরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য তথা রাজ্যের বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী শ্রদ্ধেয় উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের **কর্মাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্যামল গাঙ্গুলি মহোদয়গণ**

বহ্নিশিখা ধর্মনগর এর পদ্মপুরের বাসিন্দা শ্রদ্ধেয় শ্যামল ভট্টাচার্য্য এবং শ্রদ্ধেয়া আরাধনা ভট্টাচার্য্যের একমাত্র কন্যাসন্তান। বহ্নিশিখা ধর্মনগর সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। পড়াশুনোতেও মেধাবী ছাত্রী, ছোটবেলা থেকে সবসময়েই পড়াশুনোতেও খুব ভালো ফলাফল করছে। ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পড়াশুনোর পাশাপাশি তিনবছর বয়স থেকেই সে আবৃত্তি, নাচ, গান, অঙ্কন সবকিছুতেই যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে।

বহ্নিশিখা আবৃত্তিগুরু শ্রদ্ধেয়া ইন্দ্রানী চক্রবর্তীর কাছে শ্রুতিপুরম-এ সাড়ে তিনবছর আবৃত্তি রত্ন পরীক্ষার তালিম নেয় এবং ২০১৯-২০২০ সনের শিক্ষাবর্ষে সর্ব ভারতীয় পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেতে সক্ষম হয়ে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনে আমাদের গর্বিত করে। বহ্নিশিখার ৭ম বর্ষ পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল ধর্মনগরের গীতিমালঞ্চ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়।

আবৃত্তির পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন সেশনে বহ্নিশিখা সঙ্গীত, নৃত্য(কত্থক ও রবীন্দ্র নৃত্য), অঙ্কনকলা বিষয়েও খুব ভালো নম্বর পেয়ে(First Division with distinction) বিশারদ (৫ম বর্ষ) ডিগ্রী কমপ্লিট করে নিয়েছে।বহ্নিশিখার বাবা শ্রীযুক্ত শ্যামল ভট্টাচার্য্য কর্ম জীবনে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস NIC দপ্তরে আধিকারিক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং মা শ্রীমতী আরাধনা ভট্টাচার্য্য উচ্চ শিক্ষিত হয়েও চাকুরীতে যোগদান না করে একজন সফল মা হিসাবে মেয়ের চতর্মুখী বিকাশে লিপ্ত রয়েছেন। বহ্নিশিখার এই অভুতপূর্ব রেজাল্টে শ্রুতিপুরমপরিবার সহ

ধর্মনগরবাসী ভীষণভাবে আনন্দিত।

২) বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত ২০১৯-২০২০ ইং বর্ষের শ্রুতিপুরমএর আরেকজন কৃতী ছাত্রী হলেন শ্রীমতী সুমিতা ভট্টাচার্য্য। ২০১৯ - ২০২০ ইং বর্ষে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত সর্বভারতীয় স্তরে আবৃত্তি বিভাগের ৫ম বর্ষের পরীক্ষায় ত্রিপুরার বিশিষ্ট আবৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান শ্রুতিপুরম-এর ছাত্রী শ্রীমতী সুমিতা ভট্টাচার্য্য এবছর তৃতীয় স্থান অধিকার করে এবং ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে "আবৃত্তি বিভাকর" উপাধি লাভ করলেন এবং শ্রুতিপুরমএর চূড়ায় আরেকটি সাফল্যের পালক পড়িয়ে দিলেন। গত ১২/১২/২০২১ ইং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহের মঞ্চে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সুমিতা ভট্টাচার্য্যকে ব্রোঞ্জপদক, শংসাপত্র এবং এককালীন বৃত্তিবাবদ নগদ ১০০০ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

সমাবর্তন উৎসব মঞ্চ থেকে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের পক্ষে শ্রী প্রতাপ রঞ্জন নাথ শ্রীমতী সুমিতা ভট্টাচার্য্যকে পুরস্কৃত করেন।পুরস্কার বিতরণ মঞ্চে বিশেষ অতিথির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীমতী সুব্রতা সোম, শ্রীমতী ইন্দ্রানী চক্রবর্তী, শ্রী রতন চক্রবর্তী এবং শ্রী প্রতাপ রঞ্জন নাথ প্রমুখরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য তথা রাজ্যের বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী শ্রদ্ধেয় উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্যামল গাঙ্গুলি মহোদয়গণ। শ্রীমতী সুমিতা ভট্টাচার্য্য ধর্মনগর নয়াপাড়ার রবীন্দ্র সরণীর 'সৃষ্টি' গৃহের বাসিন্দা। ওনার গৃহের নামটির মতোই উনি সৃজনশীল, তাইতো চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণের পর উনি আবৃত্তি শিক্ষা শুরু করলেন গুরুমা শ্রদ্ধেয়া ইন্দ্রানী চক্রবর্তীর কাছে শ্রুতিপুরম-এ ২০১৭ ইং থেকে। বাস্তবিকই তিনি আবৃত্তিপ্রেমী। ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় তিনি বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ আয়োজিত পরীক্ষায় পরীক্ষাও দিয়ে গেলেন ধারাবাহিক পাঠক্রম অনুযায়ী। এরপর ২০২০ ইংরেজিতে শ্রুতিপুরমথেকে পঞ্চম বর্ষ পরীক্ষা দিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে তৃতীয় স্থান অধিকার করে গুরু ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী তথা শ্রুতিপুরমসহ ধর্মনগর ও ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করলেন। শ্রদ্ধেয়া সুমিতা ভট্টাচার্য্য ওনার পড়াশুনোর জীবনেও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। উনি পড়াশুনোর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন।

১৯৮১- ১৯৮২ ইং সেশনে ভারতের নাগপুর ইউভার্সিটি থেকে তিনি মাষ্টার ডিগ্রীতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেছিলেন। উনি কর্ম জীবনে ডঙ্কঞ্জ ব্যাঙ্কে হেড ক্যাশিয়ার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।চোখের সমস্যার কারণে অবসর হওয়ার কয়েক বছর পূর্বেই স্বেচ্ছায় ওনাকে অবসর নিতে হয়েছিল।চোখের কর্ণিয়া রিপ্লেসমেন্ট করানোর কিছুদিন পর উনি শ্রুতিপুরমএ আবৃত্তি শেখা শুরু করেন।সেখানে আবৃত্তি গুরু শ্রীমতী ইন্দ্রানী চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণা ও সঠিক পরিচর্যা পেয়ে ৬০ বছরে বয়সে ৫ম বর্ষ পরীক্ষা দিয়ে শ্রীমতী সুমিতা ভট্টাচার্য্য সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান দখল করে প্রমাণ করে দিয়েছেন, নিজের ইচ্ছা থাকলে, সঠিক গুরুর সান্নিধ্য পেলে যেকোন বয়সে এই ধরণের অভাবনীয় ফলাফল করা যায়।যা প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য হয়ে থাকবে।ওনার স্বামী শ্রদ্ধেয় সঞ্জয় মজুমদার Custom & Cetral Excise GST দপ্তরে Assistant Commissioner হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।শ্রীমতী সুমিতা ভট্টাচার্য্যের এহেন সাফল্যের পেছনে ওনার স্বামীর সার্বিক সহযোগিতা একটা বিশাল ব্যাপার।ওনার এই বিশেষ সাফল্যে গোটা শ্রুতিপুরমপরিবারে আনন্দের বন্যা বইছে। আনন্দিত গর্বিত শ্রুতিপুরমসহ গোটা ধর্মনগর তথা ত্রিপুরাবাসী।

শ্রুতিপুরমথেকেই এ বছর শ্রী অরিন্দম শর্মাও বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের অন্তর্গত আবৃত্তি বিভাগে পঞ্চম বর্ষ পরীক্ষা দিয়ে শতকরা ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয় এবং আবৃত্তি বিভাকর উপাধি অর্জন করে।

শ্রুতিপুরমএর এহেন জয়যাত্রা অব্যাহত থাকার শুভকামনা জানাচ্ছেন সবাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ওই মঞ্চে শ্রুতিপুরমএর কর্ণধার ইন্দ্রানী চক্রবর্তী, সুমিতা ভট্টাচার্য্য, বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য্য এবং অরিন্দম শর্মা একটি ছোট্ট আবৃত্তি অনুষ্ঠানও পরিবেশন করে, বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের আহ্বানে। একই মঞ্চে শ্রুতিপুরমএর কর্ণধার সহ সদস্য সদস্যারা বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্যামল গাঙ্গুলী মহোদয় এবং

ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য তথা রাজ্যের বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী শ্রদ্ধেয় উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে স্মারক উপহার, উত্তরীয় এবং শাল পড়িয়ে দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অফিস হেয়ারস্টাইল: স্টাইলও হবে, সময়ও বাঁচবে কিনুন এটি

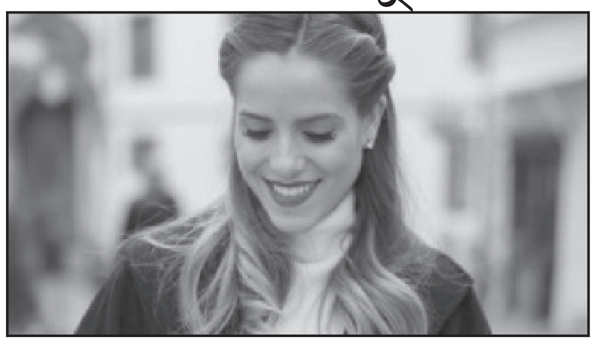

অফিসে যাওয়ার সময় আমাদের যা তাড়া থাকে তা আর বলে বোঝাতে হবে না। কোনোরকমে গোগ্রাসে খাবার গিলেই বেরিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু যেদিন থাকে বিশেষ মিটিং বা কনফারেন্স বা অফিস পার্টি সেদিন তো আর যেমন তেমনভাবে সেজে গেলে হবেনা। অথবা অফিস গিয়ে জানতে পারলেন আছে মিটিং বা পার্টি তাহলেও আপনাকে সেই মুহূর্তেই হতে হবে পারফেক্টলি রেডি। বেশি সময়ও নিতে পারবেন না। কিন্তু সেদিনের লুক হতে হবে একেবারে টপ টু বটম পারফেক্ট ও ছিমছাম। সেখানে চুলের স্টাইল খুব জরুরি। অনেকেই পোশাক ঠিকঠাক পড়লেও চুল ঠিক করে স্টাইল না করতে পারলে সাজটাই মাটি হয়ে যায়। অথচ সময় খুব কম হাতে। সেক্ষেত্রে কাজে দেবে এই কয়েকটি স্টাইল।

১. পনিটেল: এটি মেয়েদের যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে চলেছে যে কোনো পরিস্থিতিতে। তবে অফিসের জন্যে পনিটেল আনতে পারেন নতুনত্ব। চুল মাঝখানে সিঁথি করে নিয়ে দুদিকে ভাগ করুন। এবার সামনের কিছুটা চুল ছেড়ে দিয়ে বাকিওতা নিয়ে উঁচু করে পনিটেল করুন। পনিটেলের নিচের অংশে কার্লার দিয়ে একেবারে কার্ল করুন। এবার ওই কার্লার চুলের সামনের দিকের ছেড়ে রাখা অংশে দিয়ে সেটিকে ছেড়ে দিন কানের দুপাশে। সকলের নজর আপনার দিকেই থাকবে। আপনার জন্যে নিচে রইলো ভালো কিছু কোম্পানির কার্লার। দেখে বেছে নিন নিজের জন্যে।

২. আপনার চুলের যে কোনো একদিকে সিঁথি করুন। একেবারে সামনের মাঝের অংশ থেকে চুল নিন কিছুটা। এটাকে হাত দিয়ে পাক দিন কয়েকটা। এবার মাথার পেছনে সেটি নিয়ে গুঁজে দিন ক্লিপ দিয়ে। বাকি চুলে খোঁপা করতে পারেন আবার সেই চুল ছেড়েও রাখতে পারেন।

৩. মাথার সামনের মাঝের অংশ থেকে চুল নিয়ে একটু উঁচু উঁচু করে সেগুলো মাথার পেছন আটকাতে থাকুন ক্লিপ দিয়ে। এতে চুলটা বেশ ফোলা দেখতে লাগবে। বাকি অংশে বেনুনি করতে পারেন। এই স্টাইলটি যে কোনো পার্টি বা রোম্যান্টিক ডেটেও করতে পারেন। আবার এর সঙ্গে ফর্মাল সাজেও বেশ লাগবে আপনাকে।

গরমের দুপুরে মন ভরাতে ৩ উপাদানের ‘অরেঞ্জ আইসক্রিম

গরম পড়তেই আমরা শুধুই ঠান্ডার দিকে ঝুকছি। ঠান্ডা আবহাওয়ায় থাকা বা বিকেল হলেই একটু ঠান্ডা খাওয়া এসব তো গরমকালের আসল মজা বা রোমাঞ্চ। ছোটবেলা থেকেই গরমকাল মানেই রোদে দেওয়া ঠাকুমার বানানো আচার চুরি করে খাওয়া বা আইসক্রিমওয়ালার খোঁজ করা। আস্তে আস্তে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব আনন্দ কমতে শুরু করেছে। কিন্তু সেই স্বাদ আপনি নিজেই ফেরাতে পারেন। বাড়িতেই বানান স্বাস্থ্যকর

আইসক্রিম। আমরা জানি দাঁত বা শরীরের ফ্যাটের জন্যে এটি ভালো খাদ্য নয়।

তবে বাড়ির বানানো আর দোকানের বানানো আইসক্রিমের বিস্তর ফারাক। আপনি চাইলে নিজের প্রয়োজনমতো উপাদান দিতে পারেন আবার অপছন্দের উপাদানটি বাদ দিতেও পারেন। গরমের প্রিয় ম্যাংগো আইসক্রিমের সাথে সাথে অরেঞ্জ ফ্লেভারটিরও কম চাহিদা নেই। বানাতে যেমন বেশি সময় লাগবে না তেমন লাগবে না বেশি সরঞ্জাম। মাত্র ৩ টি উপাদান দিয়েই বানান আপনার হাতের অরেঞ্জ আইসক্রিম।

উপকরণ: ১. ১ টি গোটা কমলালেবু

২. কনডেন্সড মিল্ক আধ কাপ

৩. হুইপিং ক্রিম ১ কাপ

৪. একটু অরেঞ্জ ফুড কালার

আরো পোস্ট- সোশ্যাল মিডিয়ায় আকৃষ্ট মন! শরীরে হতে পারে বিশেষ সমস্যা

প্রণালী: কমলালেবুকে আগে ধুয়ে নিয়ে রস এবার করে রেখে দিন একটি পাত্রে। এবার অর্ধেক কাপ কনডেন্সড মিল্ক মিশিয়ে নিন রর মধ্যেই। যতক্ষণ না দুটো ভালো করে মিশছে ততক্ষণ দুটোকে ভালো করে ব্লেন্ড করতে হবে। কনডেন্সড মিল্ক যতক্ষণ না গলছে ততক্ষন নাড়তে থাকুন মিশ্রণটি। একটি হ্যান্ড বা ইলেট্রিক বিটার দিয়ে হুইপিং ক্রিমটিকে ভালো করে বিট করতে থাকুন। ৫-৭ মিনিট বিট করে যখন ফোমের মতো আকার নেবে তখন এর মধ্যে কমলার রস ও কনডেন্সড মিল্কের মিশ্রণটি ঢেলে দিন আস্তে আস্তে।

এবার আপনার ইচ্ছেমতো ফুড কালারটি মেশান। আবারো ভালো করে বিট করে নিন ২-৩ মিনিট। এবার আইসক্রিমের ছাঁচে বা একটি বক্সে আইসক্রিমের এই মিশ্রণটি ঢেলে মুখ লাগিয়ে ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে প্রায় ৮ ঘণ্টা। নির্দিষ্ট সময় পর একবার চেক করে নেবেন।এ আইসক্রিম জলমে গেলে পাত্রে সাজিয়ে উপরে আর একটু কমলালেবুর রস ঢেলে পরিবেশন করে ফেলুন।

ডায়েটে আছেনবানান ওট দিয়ে মুচমুচে কাটলেট

আজকাল ডায়েট মানতে একটি জিনিস না হলেই নয়, সেটা হলো ওট। এর স্বাস্থ্যগুণ এই উপাদানকে এত চাহিদা প্রবণ করে তুলেছে। সেই সঙ্গে আবার রয়েছে রসনা তৃপ্তির সুযোগ। একসঙ্গে অনেকগুলো ও অনেক স্বাদের পদ বানাতে পারেন এই একটি উপাদান দিয়ে। খাদ্যগুণ একই থাকবে। ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে আর ওজন কমানোর জ্বালাও থাকবে না। তবে আজ যে রেসিপি শেয়ার করা হলো সেটা একেবারেই আলাদা। ওট দিয়ে কাটলেট বানালে সেটা খেতে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে এটা নিয়ে প্রশ্ন করেন অনেকেই। তারা একবার ট্রাই করুন নিজেই। তাক লাগিয়ে দিন পরিবারের বাকি সদস্যদেরকেও। ওট-এ আছে যাবতীয় ভিটামিন, খনিজ, ফাইবার, এন্টি অক্সিডেন্টস যা আমাদের শরীরের সার্বিক পুষ্টির জন্যে দরকারি। শুধু ওজন কমানো নয়, রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ, হৃদ রোগের সম্ভাবনা কম করতেও আপনি ভরসা করতে পারেন এই উপাদানটির উপর। সবথেকে বড়ো কথা যে কোনো বড়ো আইটেমের সঙ্গে সাইড ডিশ হিসেবে বেশ মানায় ওট।

আরো পোস্ট- বিজেপি নেতাকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল

উপকরণ: ভাজা ওট এক কাপ, আধ কাপ পনির, ৪ টেবিল চামচ গাজর কুচি, এক কাপ সেদ্ধ আলু, এক চা চামচ আদা বাটা, প্রয়োজন অনুসারে তেল, স্বাদ মত নুন, গরম মশলা আধ চা চামচ, লংকা বাটা প্রয়োজন মত।

প্রণালি: আলুর টুকরোগুলোকে চটকে নিন। এবার ওতে ওট, আদা বাটা, লংকা বাটা, গাজর কুচি, নুন, গরম মশলা দিয়ে দিন। পনির টুকরো টুকরো করে দিন একদম ছোট করে। এবার সবটা মাখুন আটার মত। এবার সেখান থেকে লুচির লেচির মত নিন। তালুর সাহয্যে বল তৈরি করে চ্যাপ্টা করে নিন। সাইজটা যেনো কাটলেটের মতোই হয়। এবার প্যানে আপনার পছন্দের মত তেল দিন অল্প। তাতে কাটলেটগুলি এক এক করে দিয়ে ভাজতে থাকুন। ভাজতে ভাজতে বাদামি রঙ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। সঙ্গে রাখুন ধনেপাতার চাটনি। একেবারে জমে যাবে সন্ধের আড্ডা। গরমকালে রাখতে পারেন এর সঙ্গে লেবুর সরবত।

গরমে পাতে থাকুক আমের আচার, শরীর থাকবে চাঙ্গা

দিনে দিনে ক্রমেই বাড়ছে গরম। সূর্য রীতিমতো তেড়েফুঁড়ে মাঠে নেমে পড়েছে। এমন অবস্থায় কোনও খাবারেই যেন মন চায় না। তবে টক টক আমের আচার হলে তেমন মন্দ হয় না। আগে বাড়িতে দিদা-দিদিমারাই এই আচার বানাতেন, কিন্তু এখন সে সব অতীত। তাই আচারের জন্য বাজারই ভরসা। কিন্তু এখন আপনি হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন আচার, আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। নীচের ছবিতে ক্লিক করুন আর সরাসরি কিনে নিন আচার।

এই আচারের দাম রয়েছে ১৮৪ টাকা। কিন্তু অফারে এটি মিলছে ১৫৪ টাকা। অর্থাৎ ছাড় রয়েছে ৩১ টাকা। এই জারে রয়েছে ১ কেজি আচার। ৬ মাস রেখে এই আচার খেতে পারেন আপনি। আমের আচার খেলে শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে পড়ে।

কিনতে পারেন অসাধারণ একটি মোবাইল — ৪০০০ টাকা ছাড়ে মিলছে রেডমি নোট ৯

কোম্পানির তরফে বলা হয়েছে কোনও ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় এই আমের আচারের যার রাখা যেতে পারে। তবে কোনও ভাবেই ফ্রিজে না রাখতে বলা হয়েছে। অন্য দিকে এটি সম্পূর্ণ নিরামিষ। এছাড়া এই আচারের যে জারটি আছে, সেটি রয়েছে ৫০০ গ্রাম। এতে রয়েছে নানান ধরনের আমের টুকরো। এটা সম্পূর্ণ নিরামিষ। এটা খেতেও যেমন ভালো, তেমনই স্বাদও আলাদা। এর দাম রাখা হয়েছে ৪০০ টাকা। তবে অফারে এটি মিলবে ২৬৯ টাকায়। এর ফলে বাঁচবে ১৩১ টাকা। এই জারের মুখ খোলার পরে ১২ মাস অবধি এটি খাওয়া যাবে। আচার খাওয়ার নানান সুবিধা রয়েছে। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ক্যালসিয়াম, ইলেক্ট্রোলাইট, ভিটামিন সি রয়েছে। শুতে যাবার আগে যদি কেউ আচার খান, সেক্ষেত্রে পায়ে খিঁচ ধরা এবং আচমকা খিঁচ ধরার মতন সমস্যা হয় না। এছাড়া আচার ওজন কমাতে সাহায্য করে। পাকস্থলীর ঘরোয়া চিকিৎসা করতেও এর জুড়ি মেলা ভার।

রান্নাঘরে অত্যাবশ্যকীয় সস্তায় বাড়িতে মিলবে নুন

নুন আমাদের প্রত্যেকের রান্নাঘরে লাগবেই। আপনি পাতে নুন বা লবণ নাও খেতে পারে, কিন্তু রান্নায় নুন দেন না এটা খুব একটা দেখা যায় না। অতএব বাড়ির অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকায় নুন অন্যতম। রান্নায় নুন না দিলে তাতে স্বাদ আসে না। এছাড়া আচার জাতীয় যে কোনও কিছু তৈরি করতে বা কিছু ফল খেতেও নুনের ব্যবহার হয়।

বাজারে অনেক সময় সস্তায় নুন পাওয়া যায়। কিন্তু তা মূলত হয় মোটাদানার, এছাড়া তা ততটা স্বাস্থ্যকরও না। চিকিৎসকেরা এমনিতেই পাতে কাঁচা নুন না খেতে পরামর্শ দেন। তবে বহু মানুষ রয়েছেন, বলা যেতে পারে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ রয়েছেন যারা নুন ছাড়া খেতে পারেন না। তাঁদের উচিৎ অবশ্যই স্বাস্থ্যকর নুন খাওয়া।

অ্যামাজনে সস্তায় মিলছে খ্যাতনামা টাটা কোম্পানির নুন। ১ কেজির দাম মাত্র ১৮ টাকা। এই নুনে রয়েছে আয়োডিন। চিকিৎসকেরা বলেন, যে লবণ আয়োডিন রয়েছে তাই কেবলমাত্র খাওয়া উচিৎ। এই নুন পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ বাচ্চাদের মানসিক সহায়তা করে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আয়োডিনের ঘাটতিজনিত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাহলে বেশি দেরি না করে অর্ডারটা করেই ফেলুন। বাড়ি বসেই নুন পেয়ে যাবেন।

বর্তমানে টাটা কোম্পানির নুনের জগতেও নানান বৈচিত্র নিয়ে হাজির হয়েছে। টাটার তরফে মিলছে টাটা সল্ট লাইট, টাটা সল্ট প্লাস, স্প্রিঙ্কলারস, টাটা ব্ল্যাক সল্ট, টাটা রক সল্ট ইত্যাদি। অনেকেই হয়তো জানেন না এ নুন আসলে তৈরি হয় ভারতেই।

রান্না ও খাবার ছাড়াও নুনের কিন্তু আরও নানান গুণ রয়েছে। অনেকেই হয়তো জানেন না, নুনের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে তামা বা পিতলের জিনিসপত্র মেজে নিলে তা রীতিমতো নতুনের মতো চকচক করে। এছাড়া, একটা দারুণ টেকনিক হল, আপনি যদি কোনও মোমবাতিকে নুন জলে ভিজিয়ে তারপর তা শুকিয়ে আগুন জ্বালান, সেক্ষেত্রে মোমবাতি জ্বালানোর পরেও আর মোম গড়িয়ে টেবিলে পড়বে না।

এছাড়া জুতোর দুর্গন্ধ দূর করতেও নুনের হাত রয়েছে। একটা কাগজে নুন ভরে অথবা নুন জুতোয় ছিটিয়ে দিলে আর জুতোর বদখৎ গন্ধ সহ্য করতে হবে না।

রেড ভেলভেট চেজবোর্ড কেক বানানো কিন্তু খুব একটা কঠিন নয়

ভ্যানিলা লেয়ারের জন্য: ময়দা দেড় কাপ। চিনি ১ কাপ। বেকিং পাউডার- দেড় চা চামচ। বেকিং সোডা- আধ চা-চামচ। টকদই ১/৪ কাপ। তেল আধ কাপ। দুধ ১ কাপ। ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ।

পদ্ধতি: চিনি ও তেল মিশিয়ে তাতে দই দিন। ভালোমতো মিশিয়ে নিন যেন চিনি একদম গলে যায়।

এবার ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা সব ছাঁকনি দিয়ে চেলে, ঢেলে দিন। সাথে ভ্যানিলা এসেন্স ও দুধ ভালো মতো মিশিয়ে কেকের মিশ্রণ তৈরি করে রাখুন। খেয়াল রাখতে হবে যেন বেশি মেশানো না হয়। বেশি অতিরিক্ত মেশানো হয় তাহলে দই ফেটে যাবে এবং কেক ভালো মতো ফুলবে না, শক্ত হয়ে যাবে।

এবার যে বাটি বা কেকের প্যানে কেক বসাবেন সেটায় তেল ব্রাশ করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অথবা পার্চমেন্ট পেপার অথবা সাদা কাগজ বিছিয়ে কেকের মিশ্রণ ঢেলে দিন।কেক প্যানটা হালকা টেপ করে কেকের ভেতরের হাওয়া বের করে দিন। ইলেকট্রিক ওভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেড় ঘণ্টা বেক করুন। এক এক ওভেনে সময় কম বেশি লাগে। তাই ৩০ মিনিট হয়ে গেলে কেক মাঝে একবার পরখ করবেন। কেক হয়েছে কিনা বোঝার জন্য টুথপিক ঢুকিয়ে দেখতে পারেন। টুথপিকের গায়ে কাঁচা মিশ্রণ লেগে না আসলে কেক তৈরি। এবার নামিয়ে প্যানটা হাত দিয়ে ধরা যাবে এমন তাপমাত্রায় আসলে কেকটা বের করে নিন এবং ফ্রিজের সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে ঠাণ্ডা করুন। এতে কেক মাঝ বরাবর কেটে নিতে সুবিধা হবে।

রেড ভেলভেট কেক তৈরি

উপকরণ: ময়দা দেড় কাপ। ডিম ২টি। কোকো পাউডার ১ টেবিল-চামচ। চিনি ১ কাপ। বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ। বেকিং সোডা আধা চা-চামচ। বাটার মিল্ক আধ কাপ, তেল আধ কাপ। ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ। লাল খাবার রং সামান্য। লবণ সামান্য।

পদ্ধতি: ডিম ও চিনি ভালো মতো বিট করুন যতক্ষণ না একটা ক্রিমের মতো ভাব আসছে। চিনি গলে গেলে তেল দিয়ে আবার বিট করুন। এরপর ময়দা, বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার, কোকো পাউডার চালনি দিয়ে চেলে, দিয়ে দিন। সাথে বাটার মিল্ক, ভ্যানিলা এসেন্স, লবণ, লাল খাবার রং দিয়ে মিশিয়ে নিন।

সব ভালোমতো মিশে গেলে বেকিং প্যানে ঢেলে ঠিক ভ্যানিলা কেকের মতো একই পদ্ধতিতে ওভেনে বেক করুন সোয়া এক ঘণ্টার মতো। ৩০ থেকে ৪০ মিনিট পর পরখ করে দেখবেন। একই পদ্ধতিতে ভ্যানিলা কেকের মতো রেড ভেলভেট কেকও ঠাণ্ডা করে নিন।

ফ্রিজ থেকে কেক বের করে দুই কেকের উপর যে ফোলা একটা অংশ থাকে তা আগে কেটে নিন।

২ মিনিটে রেডি হবে ম্যাগি মিলছে অনেক সস্তায়

কুড়ি বছর আগের বাঙালি আর আজকের বাঙালির মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে, তা আলাদা করে বলে দিতে হয় না। বিশেষ করে চপ প্রিয় বাঙালির আজ মন মজেছে পাস্তা, ম্যাগি-র মতো নুডলসে। বিশেষ করে বাড়ির বাচ্চা ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ম্যাগি নুডলস। বাড়ির রান্নাঘরে মাত্র ২ মিনিটে তৈরি হওয়া এই খাবার থাকেই। কোনও ছোট্ট অতিথি বাড়িতে এলে তাঁকে চটজলদি এই খাবার বানিয়ে দিলেই খুশি সে। এছাড়া প্রতিদিন সকালে বাড়ির বাচ্চাদের হাতেও একবাটি ম্যাগি তুলে দিলে তাঁর আর কী চাই! স্কুলে টিফিনে ম্যাগি নুডলস করে দিলেই বিকেলে বাচ্চারা বাড়ি আনবে খালি টিফিন বক্স। অন্যদিকে মায়েদেরও সুবিধা। কোনও ঝামেলা নেই। গরম জল করে তাতে ম্যাগি আর ছোট্ট মশলা দিয়ে দিলেই কাজ শেষ। ২ মিনিটে রেডি ম্যাগি নুডলস। এখন এই ম্যাগিই অ্যামাজনে মিলছে সস্তায়। তাই আর দেরি না করে চটজলদি অর্ডার করুন ম্যাগি। ম্যাগি নুডলস আসলে নেসলে ব্যান্ডের একটি দ্রব্য। কোম্পানির দাবি, উন্নত গুণমানের নানান দ্রব্য ও পুষ্টিকর দ্রব্য দিয়ে তৈরি হয় এই ম্যাগি। দ্রব্যটি তৈরি হয় ভারতেই।

ওজন নিয়ন্ত্রণের সুস্বাদু রেসিপি হাতেবানান শসার স্যুপ

গরম তো পড়েই গেলো। এবার শরীর ঠান্ডা রাখতে বাড়িতে মা-পিসিরা নানা টোটকা বলবেন। কিন্তু সবথেকে বেশি লাভ হবে এই বিশেষ রেসিপিতে। তবে এর আরেকটি বিশেষ উপকারও রয়েছে। তা হলো ওজনও কমবে তরতরিয়ে। স্বাদ-গন্ধহীন এই সজি শশা এমনিতেই ওজন কমানোর জাদুকাঠি হিসেবে কাজ করে। এই গরমে মনকেও শান্তিও দেবে শশার এই অজানা রেসিপি। খাটনিও কম আবার কাজও দেবে ষোলয়ানা। আবার অন্যদিকে, এটি বানাতে তেমন খুব বেশি উপকরণও লাগবে না। কাঁচা শশা অনেকেই ভালোবাসে না। তাই তাদের জন্যে বিশেষ করে রায়তা, স্যালাডের বাইরে এক অন্য চমক থাকলো এই রেসিপিতে। উপকরণ: চারটি শশার সঙ্গে নিন এক বাটি দই, দুই-তিন চামচ মৌরি, এক কাপ জল ও এক চামচ পাতিলেবুর রস। প্রণালী: শশার খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে ব্লেন্ড করে পেস্ট বানান। এরপর তাতে মেশান দই, মৌরি, জল ও লেবুর রস। আবার একবার সবটা নিয়ে ব্লেন্ড করুন। মিশ্রণটি খুব ঘন হয়ে গেলে পাতলা করতে জল আবার নিতে পারেন প্রয়োজন মতো। ওজন কমাতে আজকাল ব্রাউন ব্রেড সবার বাড়ির ফ্রিজেই থাকে। সেই ব্রেড দুটো স্লাইস নিয়ে দুটোরই দুইপাশ কেটে রাখুন ছুরি দিয়ে।

আরো পোস্ট- কেমন কাটবে রবিবাসরীয় দিনজানুন রাশিফল আপডেট সামান্য অলিভ অয়েল ঢালুন প্যানে। এতে এবার ভেজে নিন পাউরুটির দুটি টুকরো। এটি ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে নিয়ে উপরে ঢেলে দিন শশার স্যুপটি। এর সঙ্গে আর অন্য কিছু লাগবে না। সঙ্গে পেঁয়াজ বা টম্যাটো রাখতে পারেন সাজানোর জন্যে বা খাওয়ার জন্যেও। এই স্যুপটি কোথাও থেকে ঘুরে এসে বা দুপুরে বা বিকেলে টিফিন হিসেবে খেতে পারেন। ওজন যেমন কমবে তেমন শরীর থাকবে তরতাজা। ক্লান্তিভাব কেটে যাবে। শশায় যে পরিমাণ ফাইবার আছে তাতে আমাদের ঘন ঘন খিদে পাওয়ার প্রবণতাকে কমিয়ে দিতে পারে এটি। ফলে ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড খাওয়ার পরিমাণ কমে যেতে বাধ্য। এই কারণেই ফ্যাট জমতে পারে না আমাদের শরীরে।

বুধবার আগরতলায় সুকান্ত একাডেমিতে জাতীয় গণিত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ভারতের নতুন চিন্তা ওমিক্রন ! বৃহস্পতিতে করোনা নিয়ে বৈঠকে বসছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রন। লাফিয়ে লাফিয়ে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে ওমিক্রন। এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার দেশের করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যালোচনা বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী ।বাড়তে বাড়তে ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ২১৩-তে পৌঁছে গিয়েছে। দেশের মোট ১৫টি রাজ্যে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লিতে করোনার নতুন প্রজাতিতে আক্রান্ত ৫৭ জন, মহারাষ্ট্রে মোট আক্রান্ত ৫৪, তেলেঙ্গানায় ২৪ জন, কর্ণাটকে ১৯ জন, রাজস্থানে ১৮ জন, কেরলে ১৫ জন, গুজরাটে ১৪ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, ওড়িশায় দু''জন, উত্তর প্রদেশে দু''জন, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন, চন্ডীগড়ে একজন, লাদাখে একজন, তামিলনাড়ুতে একজন ও পশ্চিমবঙ্গে একজন ।এদিকে, বুধবারই সংসদে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সরকারের কৌশল সম্পর্কেমন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি, পীযূষ গোয়েল, কিরেণ রিজিজু, অনুরাগ সিং ঠাকুর, নীতীন গড়কড়ি প্রমুখ।

''প্রলয়'' মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ, ডিআরডিও ও সমগ্র টিমকে অভিনন্দন রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): সারফেস টু সারফেস ব্যালিস্টিক মিসাইল ''''প্রলয়''''-এর সফল উৎক্ষেপণ করল ভারত। বুধবার অত্যাধুনিক ''প্রলয়''ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়। ১৫০ কিলোমিটার থেকে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুকে নিখুঁতভাবে টার্গেট করতে সক্ষম ''প্রলয়'' ব্যালিস্টিক মিসাইল।

এই সাফল্যের জন্য ডিআরডিও ও সমগ্র টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। অত্যাধুনিক সারফেস টু সারফেস মিসাইল উৎক্ষেপণের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সমগ্র টিমের প্রশংসা করেছেন। ডিআরডিও জানিয়েছে, ১৫০ কিলোমিটার থেকে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুকে নিখুঁতভাবে টার্গেট করতে সক্ষম ''''প্রলয়''''।

কীভাবে রাজ্যসভার কাজ আরও ভালো হতে পারে তা ভেবে দেখুন, বিরোধীদের বললেন নাইডু

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যসভার কাজ আরও ভালো কীভাবে হতে পারে, তা ভাবনাচিন্তা করার জন্য বিরোধীদের দিকে বল ঠেলে দিলেন রাজ্যসভার চেয়্যারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাজ্যসভার অধিবেশন শেষ হয়ে যাওয়ায় বুধবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নাইডু। তিনি বলেছেন, 'সংসদের উচ্চকক্ষ ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি।' বিরোধী সাংসদদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা ভেবে দেখুন কীভাবে আরও ভালো কাজ করতে পারে রাজ্যসভা। এবার রাজ্যসভা যেভাবে চলেছে তাতে আমি খুশি না।'

১২ জন সাংসদকে সাসপেন্ড-সহ একাধিক ইস্যুতে এবার উত্তাল হয়েছে সংসদের উচ্চকক্ষ। বিরোধীরা রাজ্যসভাকে ভালোভাবে চলতেই দেননি। প্রতিদিনই হইহট্টগোলে হয়েছে, দফায় দফায় মুলতুবি হয়েছে রাজ্যসভার অধিবেশন। তাতেই অসন্তুষ্ট নাইডু। শীতকালীন অধিবেশন রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে ১০টি বিল, অন্যান্য বিল নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। প্রসঙ্গত, শীতকালীন অধিবেশন রাজ্যসভার অধিবেশন ফলপ্রসূ হয়েছে ৪৭.৯০ শতাংশ সময়।

ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য প্রতীক্ষায় ৭৩০৬ জন পাকিস্তানি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছেন ৭ হাজার ৩০৬ জন পাকিস্তানি। পাকিস্তান থেকে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য প্রায় ৭০ শতাংশ আবেদন এই মুহূর্তে ঝুলে রয়েছে। বুধবার সংসদে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। সাংসদ আব্দুল ওয়াহাবের একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, ২০২১ সালের ১৪ ডিসেম্বর অবধি ১০,৬৩৫ জন ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৭,৩০৬ জন পাকিস্তান থেকে আবেদন করেছেন। নিত্যানন্দ রাই জনিয়েছেন, আফগানিস্তান থেকে ১ হাজার ১৫২টি আবেদন ঝুলে রয়েছে, শ্রীলঙ্কা ও আমেরিকা থেকে ২২৩, নেপাল থেকে ১৮৯ ও বাংলাদেশ থেকে ১৬১টি আবেদন ঝুলে রয়েছে। এছাড়াও চিন থেকে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য ১০টি আবেদন জমা পড়েছে।

পরপর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বেঙ্গালুরু

বেঙ্গালুরু, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : পরপর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বেঙ্গালুরু। বুধবার প্রথম ভূমিকম্প হয় সকাল ৭টা ৯মিনিট নাগাদ। দ্বিতীয় ভূমিকম্প হয় সকাল ৭টা ১৪ মিনিট নাগাদ। ভূমিকম্পে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর থেকে উত্তর-পূর্বে। গভীরতা ভুপৃষ্ঠ থেকে ১১ কিলোমিটার গভীরে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৩.১। এরপর ফের ভূমিকম্প অনুভূত হয় সকাল ৭টা ১৪ মিনিট নাগাদ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৩। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বেঙ্গালুরু থেকে ৬৬ কিলোমিটার উত্তর থেকে উত্তর-পূর্বে ছিল উৎপত্তিস্থল। গভীরতা ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৩ কিলোমিটার গভীরে। পরপর কম্পনের জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। যদিও ভূমিকম্পে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সমাপ্ত শীতকালীন অধিবেশন, ভীষণ অসন্তুষ্ট নাইডু

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শেষ হয়ে গেল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। বুধবার সংসদের উভয়কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেওয়া হয়। কী কেন? এজন্য বিরোধীদের হইহট্টগোলকেই দায়ী করা হচ্ছে। গত ২৯ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল এবারের শীতকালীন অধিবেশন। শেষ হওয়ার কথা ছিল ২৩ নভেম্বর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা একদিন আগেই সমাপ্ত হয়ে গেল।

এবারের শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই উত্তাল হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভা। রাজ্যসভা থেকে ১২ সাংসদকে সাসপেনশন ইস্যুতে প্রায় প্রতিদিনই উত্তাল হয়েছে রাজ্যসভা, লখিমপুর খেরির ঘটনা-সহ অন্যান্য ইস্যুতে উত্তাল হয়েছে লোকসভা। এত বিক্ষোভের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি পাশ করিয়ে নিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যসভা ফলপ্রসূ হয়েছে ৪৭.৯০ শতাংশ সময় এবং লোকসভা ফলপ্রসূ হয়েছে ৮২ শতাংশ সময়। শীতকালীন অধিবেশনের গোটা সময় রাজ্যসভায় অচলাবস্থা নিয়ে এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি জানিয়েছেন, শীতকালীন অধিবেশনে রাজ্যসভা ফলপ্রসূ হয়েছে ৪৭.৯০ শতাংশ সময় এবং লোকসভা ফলপ্রসূ হয়েছে ৮২ শতাংশ সময়।

ক্ষমতায় আসার পর গোয়ায় সমস্ত দুর্নীতির বিনাশ করবে আপ : কেজরিওয়াল

পানাজি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): গোয়ায় আরও একটি নতুন প্রতিশ্রুতি দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টি (আপ)-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার গোয়ার রাজধানী পানাজিতে কেজরিওয়াল আশ্বস্ত করেছেন, ক্ষমতায় আসার পর গোয়ায় সমস্ত দুর্নীতির বিনাশ করবে আপ। গোয়ায় প্রথম দুর্নীতি-মুক্ত, সৎ সরকার গঠন করবে আম আদমি পার্টি ।এদিন পানাজিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'কয়েক দশক ধরে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের দ্বারা লুট হয়েছে গোয়া। গোয়েঙ্করা একটি সৎ সরকারের প্রাপ্য, এবং শুধুমাত্র আম আদমি পার্টি তা দিতে পারে। আপ গোয়ার প্রথম দুর্নীতিমুক্ত সরকার গঠন করবে।' দিল্লিতে তাঁর সরকার কী কাজ করেছে, তা দেখতে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আপনারা আচমকাই দিল্লিতে আসুন, এবং দেখুন আমরা কী কাজ করেছি।'

তৃণমূলকে বিঁধলেন কেজরিওয়াল, বললেন মানুষের মাঝে থেকে কাজ করতে হয়

পানাজি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): গোয়ায় ধীরে ধীরে শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমতাবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে বিঁধলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার গোয়ার রাজধানী পানাজিতে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আপনারা হয়তো তৃণমূলকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু আমার মতে তৃণমূল প্রতিযোগিতার কোথাও নেই।' পানাজিতে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেজরিওয়াল, সেখানে দলীয় কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে আপ সুপ্রিমো বলেছেন, 'আমার মতে আপনারা তৃণমূলকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে, আমি মনে করি এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের এক শতাংশও ভোট নেই। গোয়ায় এসেছে মাত্র ৩ মাস আগে, গণতন্ত্র এভাবে চলে না। আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, আপনাকে মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে।' উল্লেখ্য, গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই কয়েকবার গোয়া সফরে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোয়ার অনেক নেতাই ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন কেজরিওয়াল।

করিমগঞ্জের নাগ্রায় পুলিশের অভিযানে উদ্ধার বহু নেশাদ্রব্য

বাজারিছড়া (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : মাদক-বিরোধী অভিযানে নেমে জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে মজুত বহু সংখ্যক মদের বোতল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে নাগ্রা পুলিশ।

জানা গেছে, গণ অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার রাতে নাগ্রা পুলিশ পেট্রোল পোস্টের নবাগত ইনচার্জ জেপি দাস দলবল নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাদক-বিরোধী অভিযান চালান। অভিযানে বালিপিপলার জনৈক দাস পদবির এক মদ ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে পাঁচ কার্টুন বিয়ার সহ বেশ কয়েক বোতল বিলাতি মদ উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি রাঙ্গামাটি মোটরস্ট্যায়ন্ড সংলগ্ন এক বাড়ি থেকেও অবৈধ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশের অভিযানকারী দল। তবে এই অভিযানে মদ মজুত রাখার দায়ে কাউকে ধরপাকড়ের কোনও খবর নেই।

এক ঘণ্টার মধ্যে কাশ্মীরে দুটি সন্ত্রাসবাদী হামলা, মৃত দুই

শ্রীনগর, ২২ ডিসেম্বর (হি.স) : বুধবার সন্ধ্যায় এক ঘণ্টার মধ্যে কাশ্মীরে দুটি সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে। ইদগাহ এলাকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে একজন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। অনন্তনাগের বিজবিহারায় সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত হন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহম্মদ আশরাফ নামে এক এএসআই। প্রথম হামলাটি ঘটে শ্রীনগরের ইদগাহ এলাকায় যেখানে সন্ত্রাসবাদীরা একজন ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ওই ব্যক্তির নাম রউফ আহমেদ খান। শ্রীনগরের মির্জানপোরার বাসিন্দা। তাকে শ্রীনগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনার এক ঘণ্টা পর অনন্তনাগের বিজবিহারে পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সন্ত্রাসীরা। এই হামলায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এএসআই মহম্মদ আশরাফ শহিদ হয়েছেন। এর আগে ১৩ ডিসেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের জেওয়ান এলাকায় জম্মু ও কাশ্মীরের ৯ম ব্যাটালিয়নের আর্মড পুলিশ বাসে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালায়।

কোভিড-সংক্রমণ ফের বাড়ল ভারতে, ৫৭৫-দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন সক্রিয় রোগী

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ফের অনেকটাই বাড়ল, মৃত্যুর সংখ্যাও ৩০০-র ঊর্ধ্বে। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ হাজার ৩১৭ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩১৮ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৬,৯০৬ জন, ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৭,৮১, ৯০-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৯০৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৩১৭ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন, ৫৭৫-দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৫৭ লক্ষ ০৫ হাজার ০৩৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৩৮,৯৫,৯০, ৬৭০ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩১৮ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭৮,৩২৫ জন (১.৩৮ শতাংশ)। করোনার প্রকোপের মধ্যে সুস্থতাই খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬,৯০৬ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪২,০১,৯৬৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৪০ শতাংশ।

ক্যান্সারের কাছে পরাজয়, প্রয়াত কেরলের কংগ্রেস নেতা পি টি থমাস

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): মারণ রোগ ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছিল, শেষমেশ ক্যান্সারের কাছে হার মানলেন কেরলের কংগ্রেস বিধায়ক ও কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী সভাপতি পি টি থমাস। বুধবার সকালে ভেলোরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ৭১ বছর বয়সী পি টি থমাসের জীবনাবসান হয়েছে সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ। কেরলে জনপ্রিয় নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন পি টি থমাস, তিনি থৃক্কাকারা আসনের কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। নির্বাচিত হয়েছিলেন কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী সভাপতি। ইদুক্কি থেকে সাংসদও নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। জনপ্রিয় এই নেতার প্রয়াণে শোকের আবহ কংগ্রেস শিবিরে।

দিল্লি ও গুরুগ্রামের বাতাস দূষিতই, নয়ডার পরিস্তিতি আরও খারাপ !

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লির বাতাস এখনও দূষিতই। দিল্লির পাশাপাশি খারাপ বাতাস সংলগ্ন হরিয়ানার গুরুগ্রাম ও উত্তর প্রদেশের নয়ডাতেও। বুধবার দিল্লিতে সার্বিক এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৮৫, যা ভীষণ খারাপ। পাশাপাশি গুরুগ্রাম ও নয়ডাতেও এদিন ভীষণ খারাপ ছিল বাতাস। গুরুগ্রামে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩১৯ এবং নয়ডাতে ৫০৭। দূষণের মধ্যেও ঠাণ্ডায় রীতিমতো কাঁবু হয়ে পড়েছে দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারত। এদিন দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা খানিকটা বেড়ে ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। এদিনও প্রবল ঠাণ্ডায় কেঁপেছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার-সহ উত্তর ভারতের সমগ্র রাজ্য। সকালে দূষণ থাকলেও, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিন দিল্লির আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। শীতের শিরশিরানিও বেশ ভালই মালুম হয়েছে।

আমেরিকায় এবার চিন্তা বাড়াচ্ছে ওমিক্রন, সংক্রমণ ও মৃত্যু দ্রুত বাড়ছে

ওয়াশিংটন, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর তালিকায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় শীর্ষে রয়েছে আমেরিকা। পাঁচ কোটির উপরে সংক্রমণ। ৮.৩০ লক্ষের বেশি মৃত্যু। করোনার ডেল্টা স্ট্রেনে সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমেরিকা, আমেরিকায় এবার চিন্তা বাড়াচ্ছে ওমিক্রন। সংক্রমণ ও মৃত্যু দ্রুত বাড়ছে মার্কিন মুলুকে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৮১ হাজার ২৬৪ জন, ফলে আমেরিকায় ৫২,২৫৩,৮৪৮-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ।

পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,৮১১ জনের। নতুন করে ১,৮১১ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৯০ জনের। কোভিড থেকে সেরে ওঠার সংখ্যাটাও কম নয়, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪০,৮০১, ২৩২ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১০, ৬২১,৬২৬-এ পৌঁছেছে। ওমিক্রনের বাড়বাড়ন্তে এই মুহূর্তে বেশ চিন্তায় রয়েছে জো বাইডেন প্রশাসন।

অমিত শাহ সকাশে জগদীপ ধনকর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে নানা জল্পনা

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে আচমকাই দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বুধবার সকালে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। এদিন সকালেই ধনকর টুইট করে লেখেন, বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। এই টুইটের কিছু পরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের একটি ছবি টুইটার হ্যান্ডেলে আপলোড করেন রাজ্যপাল। কী কারণে হঠাৎ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন ধনকর, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও রাজনৈতিক মহলের ধারণা, কলকাতা পুরসভা ভোটে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেই বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন ধনকর। এ ছাড়াও রাজ্যের বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মায়ানমারের জেড খনিতে ফের ধস, নিখোঁজ কমপক্ষে ৭০ জন

নে পি দ, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের ভয়াবহ ধস নামল মায়ানমারের জেড খনিতে। ভয়াবহ ধসে নিখোঁজ কমপক্ষে ৭০ জন। বুধবার ভোর চারটে নাগাদ উত্তর মায়ানমারের কাচিন স্টেটের হপাকান্ত এলাকায় জেড খনিতে ধস নামে। খনির বর্জ্য নিয়ে কমপক্ষে ৮০ জন একটি লেকে তলিয়ে যান, তাঁদের মধ্যেই ৭০ জন নিখোঁজ। খবর পাওয়ার পর সকাল সাতটা নাগাদ উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে আসে।

দাশি নাউ লন নামে সিভিল সোসাইটির একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও মৃতদেহ উদ্ধার হয়নি। উদ্ধারকাজ চলছে। ৭০ জন নিখোঁজ হয়ে যান জেড খনিতে ধসের কারণে। কাচিন স্টেটের জেড-সমৃদ্ধ হপাকান্ত এলাকার খনিগুলির পরিকাঠামো অত্যন্ত নিম্নমানের বলে একাধিক সময়ে অভিযোগ উঠেছে। খনির মধ্যে প্রায়শই ধস-সহ অন্যান্য দুর্ঘটনার খবর মেলে। তাতে অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। খনিগুলির আশপাশে যে গ্রামগুলি আছে, সেখানকার বাসিন্দারাও সারাক্ষণ আতঙ্কে কাটান - এই বুঝি ধস নামল।

খুনের মামলায় দুই গৃহরক্ষী জওয়ানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শোণিতপুর জেলা দায়রা আদালতের

তেজপুর (অসম), ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রায় আট বছর আগে সংগঠিত এক খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে গৃহরক্ষী (হোমগার্ড) জওয়ান অঞ্জন নাথ এবং তার ভগ্নিপতি শৈলেন নাথকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে তেজপুরে অবস্থিত শোণিতপুর জেলা ও দায়রা আদালত। সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে অতিরিক্ত তিনমাস কারাবাসের রায় দান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, তেজপুর সদর থানাধীন নিজবিহগুড়িতে ২০১৩ সালের ২৭ জুলাই সাজাপ্রাপ্ত এই দুই ব্যক্তি দুষ্মন্ত কুমার নাথ নামে একজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছিল। সানীয় জনৈক রবীন নাথের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন রবীন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিজের বাড়ি ফেরার পথে রাত প্রায় ৯.৩০ মিনিট নাগাদ আগে থেকে ওই রাস্তায় অপেক্ষমান অঞ্জন এবং শৈলেন নাথ দুষ্মন্ত নাথকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি কুপিয়ে খুন করেছিল। হত্যাকাণ্ডের পর রক্ত মাখা অস্ত্র সহ সানীয় পুঠিমারি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে খুনি অঞ্জন নাথ আত্মসমর্পণ করেছিল।

এক নম্বর অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতে ২২৭/১৪ নম্বরে ওই মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তীতে মামলাটি জেলা ও দায়রা আদালতে সানান্তরিত হয়েছিল। আজ আদালতের রায়দানের পর দুজনের কোভিড পরীক্ষা সম্পন্ন করে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে মৎস্য বিভাগ, বিধানসভায় মন্ত্রী পরিমল

গুয়াহাটি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মাছ বাজারের সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য তাঁর বিভাগ বিভিন্ন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মৎস্য উৎপাদন ও বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে বিধায়ক আশ্রাফুল হুসেনের উত্থাপিত একাধিক প্রশ্নের জবাবে মৎস্যমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য এই খবর জানান।

আজ বুধবার বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের তৃতীয়দিন বিধায়কের জবাবি ভাষণে প্রকল্পগুলোর তথ্য দিয়ে মন্ত্রী জানান, এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজ্য নিজস্ব অগ্রাধিকার উন্নয়ন প্রকল্প (এসওপিডি), প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পিএমএমএসওয়াই), গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল প্রকল্প (আরআইডিএফ), রাষ্ট্রীয় মৎস্য উন্নয়ন পরিষদ প্রকল্প (এনএফডিবি), রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আরকেভিওয়াই), বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে অসম কৃষি বাণিজ্য এবং গ্রামীণ রূপান্তরণ প্রকল্প (এপিএআরটি) এবং মুখ্যমন্ত্রীর সমগ্র গ্রামোন্নয়ন যোজনা (সিএমএসজিইউওয়াই)। উল্লিখিত প্রকল্পগুলোর অধীনে বিগত দু তিন বছরে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পুনঃচক্রীয় জল সংবর্ধন পদ্ধতি স্থাপন (আরএএস), বায়োফ্লক পদ্ধতি স্থাপন, আলংকারিক মাছ প্রতিপালন, ক্যাজ প্রক্রিয়ায় মাছ চাষ (ক্যাজ কালচার), পেন পদ্ধতিতে মাছ পালন (পেন কালচার), রেফ্রিজারেটরযুক্ত বাহন, জীবন্ত মাছ বিক্রি কেন্দ্র, বরফের বাক্স সংবলিত মটর সাইকেল, বরফ বাক্সযুক্ত সাইকেল, ই-রিকশা, মৎস্য খাদ্য তৈরির কারখানা সহ অন্যান্য কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে বেকারদের আত্মনির্ভর করতে সরকারি সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। বায়ফ্লক পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদনের জন্য বিভাগীয় তরফে ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর সুবিধাভোগীর তালিকা বিধানসভায় উপস্থাপন করেছেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

এছাড়া আরআইডিএফ প্রকল্পের অধীনে ৭০টি চার চাকার শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত বাহন এবং বরফের বাক্সযুক্ত ৩৫১টি তিন চাকার মাছ পরিবহণ বাহন বিভিন্ন জেলায় বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে মৎস্য বিভাগ, জানান মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের পরামর্শ সমেত নির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুসারে রাজ্যের প্রত্যেক খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকের মাধ্যমে বাছাইকৃত সুবিধাভোগীর তালিকা অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় ডিরেক্টরের কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া বরপেটার বিধায়কের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী ওই জেলায় গত দু বছরে যোলোটির বেশি প্রকল্প বাস্তবায়নের খতিয়ান তুলে ধরেছেন। বলেন, বরপেটা জেলায় গত বছর মাছ ধরা বন্ধ থাকার সময় বিভাগীয় প্রকল্পের সুবিধা অনুসারে মোট ৮৪৮ জন সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১,২০০ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বাকি ১,৮০০ টাকা শীঘ্রই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অর্থ বিভাগ কর্তৃক তহবিল মঞ্জুর করার পর প্রত্যেক সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। যার ফলে মোট ৮৪৮ জন সুবিধাপ্রাপক সর্বমোট ৩,০০০ টাকার সরকারি অনুদান লাভ করবেন বলে জানান মৎস্যমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

২৪ ডিসেম্বর মুক্তির আগেই দিল্লিতে কর মুক্ত ''৮৩''

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : আগামী ২৪ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে ''৮৩'' ছবি। ছবি মুক্তির আগেই দিল্লিতে কর মুক্ত করা হল ১৯৮৩র বিশ্বকাপ জয়ের গল্পকে। এই ছবিতে কিংবদন্তি ক্রিকেটার কপিল দেবের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে রণবীরকে। ১৯৮৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে কপিল দেবের নেতৃত্বেই জয়ী হয় ভারতীয় ক্রিকেট দল। সেই সময়ের ঘটনাই তুলে ধরা হবে ছবিতে।

১৫ ডিসেম্বর জেডায় ''রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল''-এ ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার করা হয়। সেখানে উঠে দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে অভিবাদন জানান সকলে কবীর খান পরিচালিত এই ছবি দেখার পর। একই সপ্তাহে ছবির ট্রেলার দেখানো হয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিল্ডিং ''বুর্জ খলিফা''-এ।

রণবীর সিংয়ের সঙ্গে এই ছবিতে কপিল দেবের স্ত্রীয়ের চরিত্রে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোনকে। মুম্বইয়ে সম্প্রতি হয়ে গেল এই ছবির প্রোমোশন। সেখানে আক্ষরিক অর্থেই বসে চাঁদের হাট। হাজির হন রিল ও রিয়েল লাইফের তারকারা। ছিলেন সেই বিশ্বকাপের ভারতীয় দলের ২ প্রধান সদস্য সৈয়দ কিরমানি ও সন্দীপ পাটিল। অনেক দিন পর দেখা। দীর্ঘক্ষণ প্রাণখুলে আড্ডা মারতে দেখা যায় তাঁদের। মুম্বইতে '৮৩'-র স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে হাজির ছিলেন সুনীল শেট্টি,রিয়া চক্রবর্তী,ডায়ানা পেন্টি ছাড়াও আরও বহু বলি সেলিব্রিটি। ছবি দেখে এককথায় মুগ্ধ বলিউড। ছবি দেখার পর টুইটে সুনীল শেট্টি লিখলেন,'৮৩' দেখতে গিয়ে নাকি রণভীরকে খুঁজেই পাননি,তার মনে হয়েছে কপিলদেবকেই পর্দায় দেখছেন তিনি ।রণভীর সিং, পরিচালক কবীর খান থেকে শাকিব সালেম প্রত্যেকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীও ।বলি সেলিব্রিটিরা মনে করেছেন এতদিন অনেক স্পোর্টস ফিল্ম হয়েছে কিন্তু '৮৩' সব ছবির থেকে একেবারেই অন্য ঘরানার ।এর সমস্ত ক্রেডিট পরিচালক কবীর খানকেই দিচ্ছেন তাঁরা ।ছবি দেখে খুশি সমালোচকরাও। বক্সঅফিসে নতুন রেকর্ড গড়বে '৮৩',এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞের দল। ইতিমধ্যেই '৮৩'-র অনলাইন টিকিট বুকিংও শুরু হয়ে গিয়েছে ।দেশের বহু মাল্টিপ্লেক্স ও সিঙ্গলস্ক্রিনে ফার্স উইকেন্ডে '৮৩'-র সমস্ত শো হাউসফুল হয়ে গিয়েছে। ফার্স উইকেন্ডে কত রোজগার করে ছবি সেদিকেই নজর রয়েছে প্রত্যেকের।

চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ব্রজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে কৃষি সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি নিজস্ব।

সরকারি কর্মীদের কমপক্ষে একটি টিকা নেওয়া থাকলে মিলবে বেতন, ওমিক্রন আতঙ্কে বড় ঘোষণা পঞ্জাবের

চণ্ডীগড়, ২২ ডিসেম্বর (হি.স) : করোনা ভ্যাকসিনেশনের কমপক্ষে একটি টিকা নেওয়া থাকলে, তবেই পঞ্জাবের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মিলবে বেতন। ওমিক্রন আতঙ্কে এই ঘোষণা করল পঞ্জাব সরকারের। বুধবার রাজ্যের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কারও করোনার দুটি টিকা নেওয়া থাকতে পার, কেউ হয়তো বা এখনও পর্যন্ত একটি টিকাই নিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেক সরকারি কর্মীকে পঞ্জাব সরকারের নির্দিষ্ট পোর্টালে টিকাকরণের প্রমাণ হিসেবে ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট আপলোড করতেই হবে, এবার থেকে তবেই মিলবে বেতন।

যদিও এই বিবৃতিতে জানানো হয়নি, যে সমস্ত কর্মী এখনও পর্যন্ত করোনার একটি টিকাও নেননি তাঁদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেবে পঞ্জাব সরকার। মনে করা হচ্ছে, দেশে করোনার নতুন স্ট্রেন ওমিক্রনে সংক্রমিতের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাঞ্জাব সরকার। যাতে করে টিকাকরণের বাধ্য হন সে রাজ্যের সরকারি কর্মীরা।

প্রসঙ্গত, গোটা বিশ্বেই উদ্বেগ বড়াচ্ছে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট 'ওমিক্রন'। ভারতেও ওমিক্রনে সংক্রমিতের সংখ্যা হুড়মুড় করে বাড়ছে। বর্তমানে দেশে ওমিক্রনে সংক্রমিত ২১৩ জন। দিল্লিতে সবচেয়ে বেশি ৫৭ জন করোনার নতুন স্ট্রেনে আক্রান্ত হয়েছেন। মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, রাজস্থান, কেরলেও অবস্থা উদ্বেগজনক।এদিকে বুধবার দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬ হাজার ৩১৭ জন।

উত্তরপ্রদেশের জনগণ পরিবর্তনের জন্য মন তৈরি করেছে: ভূপেশ বাঘেল

লখনউ, ২২ ডিসেম্বর (হি.স) : লখনউয়ে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল বলেন, উত্তরপ্রদেশ পরিবর্তনের জন্য মন তৈরি করেছে। তিনি কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের ইস্যুতে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। কংগ্রেস সর্বদা যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য, মহিলাদের সম্মান ও নিরাপত্তার জন্য এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কাজ করে।

ভূপেশ বাঘেল বলেন, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ক্রমাগত উত্তর প্রদেশের নারী শক্তি এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং যুবক, কৃষকদের কণ্ঠস্বরের সম্মান বাড়াচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, আমি আগে যখন উত্তরপ্রদেশে আসতাম, সেখানে সমৃদ্ধি ছিল, কর্মসংস্থান হত, কিন্তু গত কয়েক বছরের এসপি এবং বিজেপি সরকার রাজ্যটিকে ধ্বংস করেছে এবং তাদের পিছনে ঠেলে দিয়েছে। অখিলেশ উন্নয়নের ইস্যুতে ভোট চান না। উত্তরপ্রদেশে যখন যুবকেরা প্রতারিত হচ্ছে, কৃষকদের ওপর গাড়ি চালানো হচ্ছে, তখন অখিলেশ কথা বলেননি। নারীরা অত্যাচারের শিকার হলেও অখিলেশের কণ্ঠ বের হয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টি ধর্মের নামে রাজনীতি করে। বিজেপি নেতারা কখনই এএপি ইস্যুতে কথা বলেন না, বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেন, বিজেপি যুবকদের চাকরি দেওয়ার কথা বলে কিন্তু রাখে না বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

জনসভায় উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র আংশু অবস্থি, জেলা সভাপতি বেদ প্রকাশ ত্রিপাঠি, মুখপাত্র শচীন রাওয়াত, মুখপাত্র বিকাশ শ্রীবাস্তব সহ বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্ত্রী-মেয়ে আক্রান্ত করোনায় ভোটের মুখে ধাক্কা খেল অখিলেশের ভোট প্রচার

লখনউ, ২২ ডিসেম্বর (হি.স) : আগামীবছরে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটের দামামা কার্যত বেজে গিয়েছে। রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে প্রচারে ছুটে বেড়াচ্ছেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। কিন্তু আগামী কয়েকদিন ভোট প্রচার বন্ধ রাখতে হতে পারে তাঁকে। করোনা হানা দিয়েছে যাদব পরিবারে। বুধবার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে অখিলেশের স্ত্রী ডিম্পল যাদবের। আক্রান্ত হয়েছে অখিলেশ-ডিম্পলের মেয়েও।

পরিবারের দুজন করোনা আক্রান্ত হওয়ায় অখিলেশেরও করোনা পরীক্ষা হবে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু এর প্রভাব যে তাঁর ভোট প্রচারে পড়তে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। গত কয়েকদিন ঠাসা রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন অখিলেশ। রবিবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল লখনউতে। সোমবার থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েন ভোটের ময়দানে। রাজ্যের মধ্য এবং পশ্চিমপ্রান্তে চষে বেড়ান তিনি। বৃহস্পতিবার সাইফাই গ্রাম থেকে আলিগড়ের প্রচারে যাওয়ার কথা তাঁর। সেখানে রাষ্ট্রীয় লোক দলের নেতা জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর যৌথ ব্যালি রয়েছে অখিলেশের। তার আগের দিন সপা প্রধানের স্ত্রী ও মেয়ের রিপোর্ট পজিটিভ আসায় সেই কর্মসূচি ভেস্তে যেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে বাকি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আগে করোনা পরীক্ষা করিয়ে নিতে চান অখিলেশ।

দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে বামেদের আন্দোলনকে ঘিরে ধুন্দুমার কান্ড জখম এক পুলিশ আধিকারিক

দুর্গাপুর, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) বামেদের নগর নিগম অভিযান ঘিরে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। বুধবার ঘটনাকে গিরে ধুন্দুমার কান্ড দুর্গাপুরে। ঘটনায় এক পুলিশ আধিকারিক সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। বামেদের আন্দোলনকে নটক করেছে বলে কটাক্ষ করেছে দুর্গাপুর নগর নিগমের মেয়র পারিষদ তথা তৃণমূল নেতা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে দুর্গাপুর পুরসভার মেয়র পদত্যাগ করেছেন। বুধবার দুর্গাপুর শহরের বেহাল নাগরিক পরিষেবা সহ একগুচ্ছ অভিযোগকে সামনে রেখে দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচী ছিল বামেদের। এদিন দুর্গাপুর সিনেমা হলের সামনে থেকে একটি মিছিল শুরু করে বাম কর্মী সমর্থকরা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ মোতায়ন ছিল। ও ব্যারেকেড করা ছিল। এদিন দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে ওই মিছিল আসা মাত্রই পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। তারপরই শুরু হয়ে যায় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি।

ধস্তাধস্তিতে মাটিতে পড়ে গিয়ে জখম হন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি ট্রাফিক আনন্দ রায়, পড়ে তাকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। আরও কয়েজন স্বল্পবিস্তর জখম হয়। সিপিআইএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকারের অভিযোগ, 'তৃণমূল ভোট লুঠ করেছিল ২০১৭সালের পুর নির্বাচনে। শহরে বেহাল নাগরিক পরিষেবা। পুর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী ছিল। অহেতুক শান্তিপূর্ণ এই আন্দোলনকে তৃণমূলের উস্কানিতে অশান্ত তৈরী করে ফেলে।'

অন্যদিকে, দুর্গাপুর নগর নিগমের মেয়র পারিষদ তথা তৃণমূল নেতা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্টা কটাক্ষ করে বলেন,' সিপিআইএম নাটক করছে, দুর্গাপুর নগর নিগমের নির্বাচনে এবারও তৃণমূল জিতবে।" এদিন পুরসভার মেয়র না থাকায় আন্দোলন শেষে দুর্গাপুরের মেয়রের চেম্বারের দরজায় দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি সাঁটিয়ে দিয়ে যায় আন্দোলনকারীরা।

কাঠ বোঝাই গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ ডিসেম্বর।। চড়িলামের গোপিনগর এলাকায় একটি কাঠ বোঝাই গাড়ি আটক করেছে বনদপ্তর এর কর্মীরা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে ফরেস্টার সুকান্ত দাসের নেতৃত্বে বন দফতরের কর্মীরা গোপিনগর এলাকায় কাঠবোঝাই গাড়িটি আটক করতে সক্ষম হন। গাড়ির নম্বর টিআর ০৩-এ১৭৯৪। কাঠ বোঝাই গাড়িটি বন দফতরের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ ।বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পাচারের উদ্দেশ্যে গাড়িতে করে গাছের লগ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে সময়মতো অভিযান চালানোর ফলে পাচারকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে বনদস্যুরা প্রতিনিয়ত গাছ কেটে গাছের লগ ও কাঠ পাচার করে চলেছে। অভিযোগ, বনদপ্তরের একাংশের যোগসাজশেই বনজ সম্পদ ধ্বংস করে কাঠ পাচার অব্যাহত রয়েছে। বনদপ্তর কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে এ ধরনের প্রবণতা বন্ধ করা সম্ভব হলেও অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ।চড়িলামের গোপিনগর গাড়ি বোঝাই গাছের লগ উদ্ধারের ঘটনার মধ্য দিয়েই তা প্রমাণিত হয় বলেও তারা মনে করেন। শুধু বিশালগড় এলাকাতেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে প্রতিনিয়ত কাঠ পাচার করা হচ্ছে।

জাল ডিগ্রি নিয়ে চাকরি পাওয়া শিক্ষকের আগাম জামিন খারিজ

প্রয়াগরাজ, ২২ ডিসেম্বর (হি.স) : আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএডের জাল মার্কশিট দিয়ে চাকরি পাওয়া সহকারী শিক্ষক হেমন্ত কুমার সারস্বত-র আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত জানিয়ে, আবেদনকারী জাল মার্কশিট থেকে চাকরি পেয়ে একজন যোগ্য প্রার্থীর অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। সারা জীবনের জন্য তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এ ধরনের আসামিদের হেফাজত থেকে অপরাধের মূলে পৌঁছানো যায়। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করা হয়। এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সমিত গোপাল।

হেমন্ত সরকার জনসমস্যার সমাধানে আন্তরিক নয়, অভিযোগ সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের

রাঁচি, ২২ ডিসেম্বর (হি.স) : হেমন্ত সরকার জনগণের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক নয় এবং রঘুবর সরকারের মতো জনবিরোধী ল্যান্ড পুল এবং ল্যান্ড ব্যাঙ্ক নীতির মতো আইন প্রয়োগ করে জমি লুটপাট করতে চাইছে বলে অভিযোগ তুললেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক প্রকাশ বিপ্ললভ। বুধবার বুন্দুতে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন প্রকাশ বিপ্ললভ।

রাজ্য কমিটির সদস্য ও ইউনাইটেড কিষাণ মোর্চার রাজ্য আহ্বায়ক সুফল মাহাতো বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির কারণে মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব চরমে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল নীতির কারণে, এইচইসির মতো জাতীয় গৌরবের একটি উদ্যোগের অবস্থার অবনতি ঘটছে এবং সরকার এটিকে অন্যান্য পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগের মতো বিক্রি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জেলা সম্পাদক সুখনাথ লোহরা বলেন, রাজ্য সরকারের ভুল নীতির কারণে ঝাড়খণ্ডি যুবকদের আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ হচ্ছে। আদিবাসী, দলিত, পিছিয়ে পড়া, বাস্তুচ্যুতদের ইস্যু যেমন রয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে মানুষের সামনে আন্দোলনই একমাত্র পথ।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ছেলের ইনস্টাগ্রাম হ্যাকড নিয়ে 'সুয়োমোটো' মামলা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা বঢরার ছেলের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট হ্যাকড-এর প্রেক্ষিতে সুয়োমোটো মামলা দায়ের করতে চলেছে ইলেকট্রনিক্স ও ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রক। প্রিয়াঙ্কা মুখে নালিশ করলেও সরকারি ভাবে ইনস্টাগ্রাম হ্যাকিংয়ের অভিযোগ দায়ের করেননি। কিন্তু কেন্দ্র কংগ্রেস নেত্রীর এই অভিযোগ গুরুতর বলেই মনে করছে। সেই কারণেই সুয়োমোটো মামলার সিদ্ধান্ত।

মঙ্গলবারই কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা বঢরা অভিযোগ করেছিলেন যে তার ছেলের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট হ্যাকড। তাঁর অভিযোগ ছিল, 'উত্তরপ্রদেশ সরকার ছেলের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং করেছে।' মঙ্গলবার সাংবাদিকরা পেগাসাস ইস্যু নিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে প্রশ্ন করলে, তিনি অভিযোগ করেন, শুধু বিরোধীদের ফোন হ্যাকড হয়নি। আমার ছেলের ফোনও হ্যাকিং করা হয়েছে। ওর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও হ্যাকড হয়েছে। এ জন্য সরাসরি বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে তিনি কাঠগড়ায় তোলেন। 'সরকারের কি আর কোনও কাজ নেই?' সেই প্রশ্নও তোলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।

দু'দিন আগে সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবও ফোন হ্যাকিংয়ের অভিযোগ করেন। অখিলেশের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার তাঁর টেলিফোন ট্যাপ করেছেন। কার সঙ্গে তিনি কী কথা বলছেন, ফোন ট্যাপ করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার রেকর্ডিং শুনছেন আদিত্যনাথ।

দুর্গাপুরের বসুন্ধরা পার্কে গৃহবধুর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ পরিবারের

দুর্গাপুর, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) সাত সকালে রাষ্ট্রায়ত্ত সেইলের পার্কে গৃহবধুর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুর শিল্পশহরে। খুনের অভিযোগ পরিবারের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম শোভারানী দাস (৪০), দুর্গাপুর ১৪ নং ওয়ার্ড উত্তরপল্লী এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর কোন খোঁজখবর পাওয়া যায়নি বলে পরিবারের দাবী। বুধবার সকালে দুর্গাপুরের নেতাজি সুভাষ রোড এর পাশে সেইলের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বসুন্ধরা শিশু উদ্যানে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এদিন সকালে প্রাতঃভ্রমনে বেরিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে। মুখে হাতে আঘাতের ক্ষত। স্থানীয়রা খবর দেয় দুর্গাপুর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এদিকে মৃতার স্বামী পুলিশের কাছে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন।প্রাথমিকতদন্তে পুলিশের অনুমান ওই মহিলাকে কোথাও খুন করে এখানে ফেলা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আসানসোল-দুর্গাপুর এসিপি (পুর্ব) ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, অতীতে একাধিকবার ওই পার্ক থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পার্কের নজরদারি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও দুর্গাপুর ইস্পাতের জনসংযোগ আধিকারিক আশরাবুল হোসেন মজুমদার বলেন,' বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।' অন্যদিকে এসিপি (পুর্ব) ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় বলেন,' ঘটনার তদন্ত চলছে।'

রাবার চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত দুই চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ ডিসেম্বর।। কলমচৌরা থানার অধীন কপালী পাড়া থেকে গাড়ি বোঝাই করে রাবার চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পথে আটক দুই চোর। এলাকার লোকজন দুই চোরকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃতরা হল দুলাল মিয়া এবং জীবন দাস। জানা গিয়েছে, ওই দুই চোরের বিরুদ্ধে এর আগেও থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তারা ছয়মাস জেল খেটে বের হয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার চুরির ঘটনা সংগঠিত করেছে। এলাকার লোকজন তাদের কঠোর শাস্তি চাইছেন।

বাসীন্দারা

● প্রথম পাতার পর

লোকজন দাবী জানিয়েছেন অবিলম্বে হাতির তান্ডব থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য যাতে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অন্যথায় যেকোন সময় বড় ধরনের দূর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জনজাতি ছাত্রাবাসগুলিতে মার্ট টেলিভিশন সেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। সরকার পরিচালিত জনজাতি ছাত্রাবাসগুলিতে অধ্যায়ণরত ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া এবং পরিকাঠামোগত উন্নতির লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে দপ্তরের পক্ষ থেকে ছাত্র ও ছাত্রী আবাসগুলিতে একটি করে মার্ট টেলিভিশন সেট দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৫১টি মার্ট টেলিভিশন সেট দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের প্রথাগত শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার নানাবিধ ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহী করার লক্ষ্যে এই সেটগুলি দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে অবশিষ্ট ছাত্র ও ছাত্রী আবাসগুলিতে এই মার্ট টেলিভিশন সেট দেওয়া হবে। এর দ্বারা জনজাতি সম্পদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ ভাবে উপক'ত হবে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিলোনীয়া

● আটের পাতার পর

শিক্ষিকাকে করোনা সংক্রমণ পজেটিভ পাওয়াতে- বর্তমানে উনাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলে জানা যায়। তাই করোনায় সংক্রমিত হয়ে আচমকা এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে- হতবাক হয়ে পড়েন বিলোনিয়া পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ। পুরো এলাকার নাগরিকদের জীবন সুরক্ষার তাগিদে- করোণা সংক্রমণকে অবহেলা না করে- অন্ততপক্ষে মাস্ক, স্যানিটাইজার এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানান তিনি। করণা সংক্রমণে আচমকা এই মর্মান্তিক ঘটনার পর- সত্যিই আমরা করোনাকে আগের মতো করে ভয় পাবো কিনা- কিংবা সচেতন থাকবো কিনা- এখন সেটাই দেখার

ওয়ার্কশপ

● আটের পাতার পর

অনুষ্ঠানে প্রকল্পের কৌশলী ভারুন ভামরাহ অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলির পরিচয় করিয়ে দেন এছাড়া প্রকল্প নির্ণয় দল মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনায় (MTGSY) প্রকল্পের অধীনে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জন্য তাদের টিম দ্বারা তৈরি ভিজ্যুয়াল ড্যাশবোর্ড সম্পর্কে সমস্ত কর্মকর্তাদের কি করে প্রকল্পের অভিমুখী করে তোলা যায় সেই সম্পর্কে দক্ষিণ ত্রিপুরার ডিএম স্মার্ট গভর্নেন্সের জন্য ড্যাশবোর্ডের ব্যবহার সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলি উপস্থাপন করেন উপ্রকল্পটিকে কাজে লাগানো নিয়ে উপস্থিত কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার লক্ষ্য করা গেছে। (MTGSY) অর্থাৎ মুখ্য মন্ত্রী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার অধীনে বিভিন্ন প্যারামিটারের কার্যকর পর্যবেক্ষণের জন্য ড্যাশবোর্ড অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন যে এই ধরনের ড্যাশবোর্ডগুলি জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য খুব দরকারী হবে এবং সামগ্রিক অভিযোজন প্রোগ্রাম সম্পর্কে খুব ইতিবাচক হবে আগামীর পথ চলার জন্য।

আশঙ্কা

● প্রথম পাতার পর

একটি মারুতি ভ্যান গাড়ি দ্রুতবেগে যাচ্ছিল। ভোর রাত তিনটে নাগাদ তুলাবাগান চৌমুহনী এলাকায় পৌঁছলে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার ফলে গাড়িটি রাস্তার পাশে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। গাড়িটি জঙ্গলের মধ্যে উল্টে যায়। বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। সেখান থেকে মারুতি ভ্যানের চালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত গাড়ির চালককে উদ্ধার করে মোহনপুর প্রাথমিক হাসপাতলে নিয়ে যায়। বর্তমানে গাড়ির চালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গাড়ির অত্যাধিক গতি এবং অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। সিধাই থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত মারুতি ভ্যান গাড়িতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও জানা গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে স্নাতকোত্তর ১৩২ জন, স্নাতক ১৩১৩ জন, প্রাথমিক স্তরের স্নাতক শিক্ষক ১১৬১ জন এবং অস্নাতক ৪৫০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তাতে, মোট ৩০৫৬ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং আরও ২৬২২ টি শিক্ষক পদ খালি পড়ে রয়েছে। তাতে, নিযুক্তির পদক্ষেপ নেবে শিক্ষা দফতর, দাবি করেন তিনি। সাথে তাঁর আরও দাবি, ত্রিপুরায় টেট উত্তীর্ণ একজনও বেকার নেই।

বিজ্ঞানীর

● প্রথম পাতার পর

সংস্থা স্যাটেলাইটও তৈরি করছে। তাঁর মতে, এই সেক্টরে বিশাল সুযোগ রয়েছে এবং মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, মহাকাশে ব্যবহৃত এই বিজ্ঞান ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই সেখানো উচিত। রকেট সায়েন্স বলে কিছু নেই। তাঁর বক্তব্য, দীপাবলীতে বাজি পুড়ানোর মতই রকেটে আগুন দেওয়া হয়। তখন ওই রকেট মহাকাশে উড়ে যেতে সক্ষম হয়।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

অভিভাবকমহল সহ স্থানীয় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে নিখোঁজ নাবালিকা ছাত্রীকে উদ্ধারের জন্য পরিবারের তরফ থেকে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তবে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর এহেন আকস্মিক এই মৃত্যুতে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

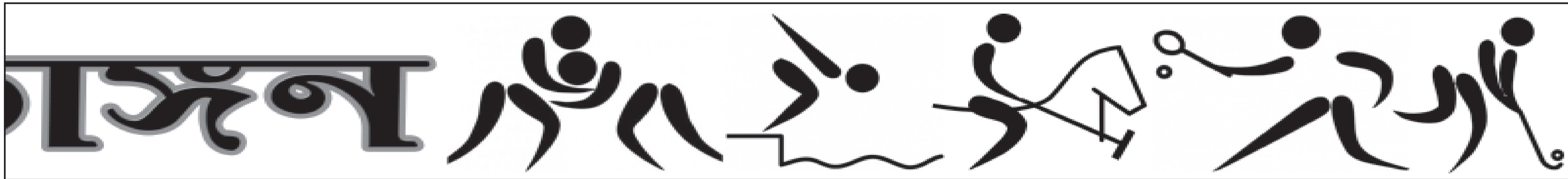

বাবর নন, বরং এই পাক ক্রিকেটারকে সেরা অধিনায়ক বাছলেন আফ্রিদি

অধিনায়ক হিসেবে দলকে টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তুলেছেন। দল জিততে না পারলেও তাঁর অধিনায়কত্বের প্রশংসা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। অথচ তাঁকে সেরা অধিনায়ক মানতে নারাজ তাঁর দলেরই বাঁ হাতি জোরে বোলার। পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমের জায়গায় দলের উইকেটরক্ষক মহম্মদ রিজওয়ানকে সেরা অধিনায়ক বাছলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি।আগামী মরসুমের জন্য পাকিস্তান সুপার লিগে লাহৌর কালান্দার্সের অধিনায়ক হয়েছেন আফ্রিদি। সাংবাদিক বৈঠকে তাঁকে সেরা অধিনায়ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি ব্যক্তিগত ভাবে রিজওয়ানকে বেশি পছন্দ করি। আমি ওর সঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করেছিলাম। তাই আমি ওকে সেরা অধিনায়ক বলব। জাতীয় দলের অধিনায়ক বাবরকে আমি দ্বিতীয় স্থানে রাখব।"তবে ব্যাটার বাবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আফ্রিদি। তিনি বলেন, "বাবর আমার সব থেকে প্রিয় ব্যাটার। অধিনায়ক হিসেবে জাতীয় দলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন তিনি। তাঁর অধিনায়কত্বে আমরা বড় সাফল্য পেয়েছি।"২০২১ সালে রিজওয়ানের নেতৃত্বে পাকিস্তান সুপার লিগ জেতে মুলতান সুলতানস। ফাইনালে পেশোয়ার জালমিকে ৪৭ রানে হারায় তারা। ব্যাট হাতেও দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন রিজওয়ান। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এক বছরে টি২০-তে দু'হাজারের বেশি রান করেছেন তিনি।

'বক্সিং ডে' টেস্টের আগে কোহলীদের নিয়ে চিন্তায় প্রোটিয়া অধিনায়ক

বক্সিং ডে-তে সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ভারত। ২৯ বছরের খরা কাটাতে মরিয়া বিরাট কোহলীরা। এখনও পর্যন্ত সে দেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিততে না পারলেও এ বারে ভাল সুযোগ রয়েছে ভারতের। আর সেটা যে অমূলক নয় তা স্পষ্ট দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট অধিনায়ক ডিন এলগারের কথাতেই। ভারতকে যথেষ্ট সমীহ করছেন তিনি। শুধু তাই নয় কোহলীদের বোলিং আক্রমণ নিয়ে চিন্তায় প্রোটিয়া অধিনায়ক।সিরিজ শুরু আগে সাংবাদিক বৈঠকে এলগার বলেন, "বুমরা বিশ্বমানের বোলার। ও এমন এক বোলার যে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ খুব ভাল কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু আমরা শুধু এক জনকে নিয়ে চিন্তা করছি না। ভারত দল হিসেবে খুব শক্তিশালী।" গত কয়েক বছরে ভারতের পারফরম্যান্সের কথা তুলে ধরেছেন এলগার। তার জন্য দলের বোলারদের কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। এলগার বলেন, "গত তিন-চার বছর ধরে দারুণ ক্রিকেট খেলেছে ভারত। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে। এর সিংহভাগ কৃতিত্ব ওদের বোলিং আক্রমণের। বিদেশের মাটিতে ভারতের বোলাররা দুরন্ত বল করছে। তাই ওরা এত সাফল্য পাচ্ছে।"সিরিজের আগে চোটে জর্জরিত দক্ষিণ আফ্রিকা। দলের অন্যতম বোলার আনরিখ নোখিয়া চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন। ফলে দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে কাগিসো রাবাডার। তবে গত আইপিএল-এ খুব একটা ছন্দে দেখা যায়নি তাঁকে। সেটাই চিন্তা বাড়াচ্ছে এলগারের।

খেলার মাঠে বুকে ব্যথা, হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি পাক ক্রিকেটার আবিদ আলি

খেলা চলাকালীন বুকে ব্যথা অনুভব করেন পাকিস্তানের টেস্ট দলের ক্রিকেটার আবিদ আলি। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। আবিদের হৃদযন্ত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। যদিও স্থিতিশীল রয়েছেন ক্রিকেটার।পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কায়েদ-ই-আজম ট্রফির ফাইনালে সেন্ট্রাল পঞ্জাবের ওপেনার আবিদ আলি ব্যাট করার সময় বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষার পরে দেখা গিয়েছে তাঁর হৃদযন্ত্রে সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।বোর্ড আরও জানিয়েছে, আবিদের পরিবারকে প্রতি মূহূর্তের খবর দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসকরা চেষ্টা করছেন যত দ্রুত সম্ভব আবিদকে সুস্থ করে তোলার। তবে কবে তিনি আবার মাঠে ফিরতে পারবেন সেই বিষয়ে এখনও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে কিছু জানানো হয়নি।কয়েক দিন আগেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দুরন্ত খেলেছেন আবিদ। প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে যথাক্রমে ১৩৩ ও ৯১ রান করেন তিনি। ম্যাচের সেরাও হন।

প্রয়োজনে মুহূর্তের মধ্যেই গোটা ভারতীয় দল দেশে ফিরতে পারবে, দক্ষিণ আফ্রিকায় অভিনব ব্যবস্থা

প্রিটোরিয়া, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ আফ্রিকায় দাপট দেখাচ্ছে ওমিক্রণ। ওমিক্রণের দাপটে। আন্তর্জাতিক পরিবহন পরিষেবা বন্ধ দক্ষিণ আফ্রিকায়।সে দেশে করোনার উদ্বেগের মধ্যে ভারতী দলের সুরক্ষা নিয়ে সতর্ক ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট দল যে চার্টার্ড ফ্লাইটে সেখানে গিয়েছে। সেই বিমানটিকে সম্পূর্ণ স্যানিটাইজ করে রাখা আছে। কারন প্রয়োজনে মুহুর্তের মধ্যেই যাতে গোটা ভারতীয় দল দেশে ফিরতে পারে তার জন্য এই অভিনব ব্যবস্থা।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের থেকে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিসিসিআইকে বলেই দিয়েছে, যে কোনও পরিস্থিতিতে গোটা ভারতীয় দল মুহূর্তের মধ্যেই দেশে উড়ে যেতে পারবে। বাড়তি কোনও অনুমতি নিতে হবে। প্রশাসনকে সেইভাবে বলে রাখা আছে। আসলে কোনও পক্ষই সামান্যতম ঝুঁকি নিতে চায় না, ক্রিকেটারদের নিয়ে।

ওমিক্রণ ভ্যারিয়েন্ট এখন দক্ষিণ আফ্রিকাতে চতুর্থ কোভিড ওয়েভ শুরু করে দিয়েছে। শেষ ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণ শতাংশের হারে কিছুটা কমের দিকে। তবুও আসন্ন টেস্ট সিরিজের জন্য ভারতীয় ক্রিকেটারদের কড়া বায়ো বাবলে রাখা হয়েছে। হোটেলটি শুধু ভারতীয় টিমের জন্য বুক করা। বাইরের কেউ প্রবেশ করতে পারছে না। এরপরও ভারতীয় বোর্ডকে জানিয়ে দেওয়া হল, টিম ম্যানেজমেন্ট বা বিসিসিআই চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে বিরাট কোহলি দলবল দেশে উড়ে যেতে পারবে। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডঃ শুয়াইব মুঞ্জরা জানিয়েছেন, যে বিলাসবহুল লজে ভারতীয় দলকে রাখা হয়েছে, সেখানে বাইরের কাউকে যেমন ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তেমনি, প্রতিটি ব্যাক্তিকে কোভিড টেস্ট করানো হচ্ছে।এরমধ্যে ভারতীয় শিবিরে কি করা যাবে, আর যাবে না সেই তালিকা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা আছে, কোনও ক্রিকেটার বা সাপোর্ট স্টাফ টেস্টে পজিটিভ হয়ে গেলে, টিম হোটেলই হোম আইসোলেশনে থাকবে। তাঁর সংস্পর্শে আসা ক্রিকেটাররা মাঠে নামতে পারবে। যদি কারোর কিছু বাড়াবাড়ি হয়, তাহলে-কয়েকটি হাসপাতালে আলাদা করে বেড রাখা হয়েছে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ইতিহাস রচনা জের, বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের যে ক্রমতালিকা প্রথম দশে শ্রীকান্ত

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : ইতিহাস রচনা করে প্রথম কোন ভারতীয় শাটলার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিলেন কিদম্বি শ্রীকান্ত।। শ্রীকান্তকে অবশ্য রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। তবে সেই সাফল্যের পুরস্কার তিনি খুব তাড়াতাড়িই পেলেন। বুধবার বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের যে ক্রমতালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে প্রথমে দশে ঢুকে পড়লেন ভারতের তারকা শাটলার। একদিকে চোট, অন্যদিকে করোনা পরিস্থিতির কারণে বেশ কিছু টুর্নামেন্ট বাতিল হওয়ায় টোকিও অলিম্পিক্সের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি কিদম্বি শ্রীকন্ত। সে আফসোসটা এ বার সুদে-আসলে পুষিয়ে নিতে চাইছেন তিনি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নিজের যেমন সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে এখানেই থেমে থাকতে রাজি নন শ্রীকান্ত। তিনি আরও ভালো পারফরম্যান্স করতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন। তার মধ্যে বিশ্ব ক্রম তালিকায় দশ নম্বরে জায়গা করে নেওয়াটা নিঃসন্দেহে তাঁর কাছে বাড়তি অনুপ্রেরণার কাজ করবে। শ্রীকান্ত ছাড়া ভারতের আরও কোনও পুরুষ শাটলারের নাম বিশ্ব ক্রমতালিকার প্রথম দশে নেই। মেয়েদের ক্রমতালিকায় পিভি রয়েছেন সাত নম্বরে। সাত্যিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি এবং এবং চিরাগ শেট্টি জুটি পুরুষদের ডাবলসের দশ নম্বরে রয়েছেন। এ দিকে লক্ষ্য সেন দু"ধাপ উঠে ক্যারিয়ারের সেরা র‍্যাঙ্কিং ১৭-তে জায়গা করে নিলেন।

পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ব্রোঞ্জ জয় ভারতের

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর (হি. স.) : জাপানের কাছে সেমিফাইনালে অপ্রত্যাশিত হারের পরদিন নিজেদের সামলে নিল ভারতীয় হকি দল । হকির এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় ভারতের। বুধবার তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে ৪-৩ ব্যবধানে পাকিস্তানকে হারিয়ে জয় পেল মনপ্রীত, হরমনপ্রীতরা। টুর্নামেন্টে ব্রোঞ্জ জয় ভারতীয় হকি দলের।

তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্যাচেও এদিন গোল করলেন রক্ষণভাগের এই খেলোয়াড় । এছাড়াও ভারতের হয়ে স্কোরশিটে নাম তুললেন সুমিত, বরুণ কুমার এবং আকাশদীপ । তবে রাউন্ড রবিন পর্বের মতো একপেশে ম্যাচে জয় আসেনি ভারতের । পদকজয়ের ম্যাচে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ীদের কড়া প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছুঁড়ে দেয় পাকিস্তান । টুর্নামেন্টে হরমনপ্রীতের অষ্টম গোলে ভারত প্রথমে এগিয়ে গেলেও প্রথমার্ধ ১-১ শেষ হয় । তবে তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই ফের গোল পেয়ে যায় পাক দল ।১-২ পিছিয়ে থাকা ভারত ম্যাচে সমতায় ফেরে তৃতীয় কোয়ার্টার শেষ হওয়ার তিন সেকেন্ড আগে । এরপর চতুর্থ তথা অন্তিম কোয়ার্টারে ভারতীয়দের দাপটে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীরা । ম্যাচ শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে পেনাল্টি কর্নার থেকে বরুণ কুমারের গোলে এগিয়ে যায় তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা । একমিনিট বাদে ফের গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করে ফেলেন ফরোয়ার্ড আকাশদীপ । খেলার ৫৭ মিনিটে পাকিস্তান ব্যবধান কমালে ম্যাচ ফের উত্তেজক মোড় নেয় । তবে শেষের কয়েকমিনিট "মেন ইন ব্লু"র রক্ষণ আর ভেদ করতে পারেনি পাক দল । শেষ পর্যন্ত ৪-৩ গোলে ম্যাচের সঙ্গে ব্রোঞ্জ জিতে মাঠ ছাড়ে গ্রাহাম রেইডের দল । গতকাল ৩-৫ গোলে সেমিতে জাপানের কাছে হেরে গিয়েছিল ভারতীয় দল । অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে পাকিস্তান ৫-৬ গোলে । হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

PRESS SHORT NOTICE INVITING e-TENDER No. 13/EE/E-CELL/ARDD/2021-22, dated: 18/12/2021.
MEMO No. F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/21/ 2611-2620 dated : 18/12/2021.

Online Percentage rate bids in single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD FORM-7(SEVEN) upto 3:00 pm on 30/12/2021 for DN1eT No:- DN1eT No:- 43/EE/E-CELL/ARDD/2021-22, All details can be seen in the office of the undersigned. For details please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in. For any quary please contact 9436969700.

(Er.Othello Dewan).
Executive Engineer
E-Cell, ARDD, P.N. Complex
Agartala, West Tripura

ICA-C-3067/2021-22

Notice Inviting Quotation

Quotation in sealed cover is hereby invited from reputed firms/agencies/supplier for supply and installation Computer-HP, Printer-HP,TV (Philips) with Airtel Dish & net working etc.at Birchandra State Central Library, Agartala. Details of quotation are available in the BCSCL notice board. Last Date of Submission of quotation on 5.01.2022 at 5.00P.M.

(DILIP Kr. DAS)
Head Librarian & Head of Office
& Convener SLPC
Birchandra State Central Library
Agartala, Tripura

ICA-C-3074/2021-22

MEMORANDUM

"The Expenditure Booster Scheme" launched under the title " Buy More Win Prize Money and for benefit of the public the scheme is hereby further extended **up to 31st March, 2022.**
All other terms and condition remain unchanged.

Sd/- (L.T. Darlong, TCS, SSG)
Chief Commissioner of State Tax
Government of Tripura

ICA-D-1500/2021-22

Request For Proposal (RFP)
(Abridged Notice)

Chief Executive Officer & Project Director, Tripura JICA Project invites Technical and Financial Proposals within 12.01.2022 through Tripura e-tender portal fbr Selection of Agency for Supplying of Scientific Instrument & Equipment to access the effect or Soil Moisture Conservation and Afforestation in Selected General Beats. Details may be downloaded from **https://tripuratenders.gov.in** portal.

Sd/-
CEO & PD
Tripura JICA Project (SCATFORNI)

2. Rate(s) per newspaper against publication of the above said notice may kindly be intimated this end in advance so that any views contrary to the above request may be passed to you in case above request is cancelled on assessment of cost of publication.
3. This is for your information and doing the needful please.

Yours faithfully
(Dr. A.M. Kanfade)
Chief Executive Officer & Project Director
Tripura JICA Project (SCATFORM)

ICA-C-3079/2021-22

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে মান্দাই আইসিডিএস প্রজেক্টের অন্তর্গত নিম্নে বর্ণিত গ্রাম পঞ্চায়েত/এডিসি ভিলেজের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রসমূহের জন্য উক্ত এডিসি ভিলেজ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী **মাধ্যমিক উত্তীর্ণ** যোগ্যতাসম্পন্ন বিবাহিত অথবা বিধবা, বয়স ০১/১২/২০২১ ইং অনুসারে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW) এবং বয়স ০১/১২/২০২১ ইং অনুসারে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে **অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ** মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH) পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। এই নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী এবং পরবর্তী সময়ে কোনও প্রার্থী এর ভিত্তিতে স্থায়ী নিয়োগের জন্য বিবেচিত হইবে না। নিম্নলিখিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে কর্মী (AWW) এবং সহায়িকা (AWH) পদে কাজ করিতে ইচ্ছুক নিজ নিজ এলাকায় বিবাহিত অথবা বিধবা মহিলা প্রার্থীগণ **আগামী ২৭/১২/২০২১ ইং হইতে ১০/০১/২০২২ ইং তারিখের মধ্যে (ছুটির দিন ব্যতীত)** পূরণ করা আবেদনপত্র কাগজপত্রের প্রত্যয়িত নকল (সেল্‌ফ অ্যাটাস্টেড) সহকারে সিডিপিও, মান্দাই আইসিডিএস প্রজেক্টের কার্যালয়ে সকাল **১১ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫ ঘটিকার** মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পর দরখাস্ত জমা রাখা হবে না।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নাম	শূন্যপদ (অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী/সহায়িকা)	পঞ্চায়েত/ভিলেজ	Block
১) কালি শঙ্কর পাড়া	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW)	দক্ষিন আর,সি নগর	মান্দাই
২) পশ্চিম শ্রীদাম কোবরা	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)	দক্ষিন আর,সি নগর	মান্দাই
৩) লেহের চন্দ্র পাড়া	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)	আর,সি নগর	মান্দাই
৪) রুহি সর্দার পাড়া	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW)	কৌচার	মান্দাই
৫) কাইনতা কোবরা পাড়া	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)	লক্ষীপুর	মান্দাই
৬) কালিকাপুর নং ১	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)	কৌচার	মান্দাই
৭) ওয়াখিনগর	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW)	ওয়াখিনগর	মান্দাই
৮) রাম দয়াল নং ১	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)	খাইপলকফাং	মান্দাই
৯) কাইনতা কোবরা পাড়া	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)	শিব নগর	মান্দাই

আবেদনপত্রের নমুনা সিডিপিও, মান্দাই আইসিডিএস প্রজেক্টের কার্যালয় হইতে সংগ্রহ করা যাইবে। সাক্ষাতকার গ্রহণের সময় সমস্ত সার্টিফিকেটের মূল কপি সঙ্গে আনতে হবে।
সাক্ষাতকার গ্রহণের স্থান ঃ সিডিপিও অফিস, মান্দাই
সাক্ষাতকার গ্রহণের সময় ঃ ১৮ই জানুয়ারি ২০২২ সকাল ১০টা হইতে

স্বাঃ- (শ্রাবণী রায়)
শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক
মান্দাই সুসংহত শিশু উন্নয়ন সেবা প্রকল্প
মান্দাই, পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1503/2021-22

স্থানচ্যুত রুট, টেস্ট ক্রিকেটের সেরা ব্যাটার এখন অস্ট্রেলিয়ার লাবুশেন

টেস্টে আইসিসি-র ক্রমতালিকায় বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার হলেন মার্নাস লাবুশেন। অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে দু'ইনিংসে শতরান এবং অর্ধশতরানের জেরে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। সরালেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জো রুটকে।চলতি বছরে স্বপ্নের ছন্দে ছিলেন রুট। ১৪ ম্যাচে ১৬৩০ করেছেন এখনও পর্যন্ত। শ্রীলঙ্কা এবং ভারত সফরে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন তিনি। ভারতের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে দ্বিশতরান করেছিলেন। সেই টেস্টেও জিতেছিল ইংল্যান্ড।লাবুশেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এখনও পর্যন্ত ২০টি টেস্ট খেলেছেন। ২১১৩ রান রয়েছে তাঁর নামের পাশে। ২০১৮-য় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিষেকের পর থেকেই ধারাবাহিক ভাবে রান করে যাচ্ছেন তিনি। অবশেষে বিশ্বের টেস্ট ব্যাটারের তকমা পেলেন। প্রথম টেস্টেও ৭৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন লাবুশেন।রুটকে সরিয়ে লাবুশেনের সেরা ব্যাটার হওয়াই টেস্ট ক্রমতালিকায় একমাত্র পরিবর্তন। বিরাট কোহলী এবং রোহিত শর্মা আগের বারও প্রথম দশে ছিলেন। এ বারও তাঁরা একই স্থানে রয়েছেন। দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে না পারলেও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বোলারদের তালিকায় শীর্ষস্থানেই রয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বুধবার আগরতলায় লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি মন্দিরে শিবযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

সমাজের অন্তিম ব্যক্তিও কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আর্থসামাজিক মনোন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। লাইট হাউস আবাসন প্রকল্পের অন্তর্গত ৬ রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ভূমিকম্প প্রতিরোধক ১ হাজার আবাসন। অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলক অনগ্রসর বিভিন্ন পরিবার এই আবাসনের সুযোগ পাবে। আজ এই প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট সংলগ গোলচক্কর এলাকায় নির্মিত হচ্ছে এই আবাসনগুলি। ৫.৩৯ একর জায়গায় ৭টি ব্লকে বিভক্ত হয়ে নির্মিত হবে এই আবাসনগুলি। প্রতিটি ব্লক জি প্লাস সি' প্রকরণ অনুসারে তৈরি হচ্ছে। নির্মীয়মান প্রতিটি আবাসনের আয়তন হবে ৩২০ স্কোয়ার ফিট।

পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজের অন্তিম ব্যক্তিও কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আর্থসামাজিক মনোন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন। তারই অঙ্গ হিসেবে লাইট হাউস প্রকল্পের অন্তর্গত অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলক অনগ্রসর পরিবারের স্থায়ী ঠিকানা প্রদানের লক্ষ্যে এই আবাসনগুলি নির্মিত হচ্ছে। সরকারি ভর্তকির সুযোগ পাবেন এই আবাসন গ্রহীতারা। শুধুমাত্র অবশিষ্ট অর্থরাশি সুবিধাভোগীদের বহন করতে হবে। প্রথমবারের মতো এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে রাজ্যে। পূর্ত, নগরোন্নয়ন সহ নির্মাণমূলক কর্মসূচির সাথে যুক্ত ব্যক্তি এবং ছাত্রছাত্রীদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মীয়মান এই আবাসন থেকে অভি'তা স'য়ের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামীদিনে যথার্থ নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে রাজ্যে আবাসন সহ অন্যান্য নির্মাণের ক্ষেত্রে এই অভি'তা সহায়ক ভূমিকা নেবে। এদিন প্রকল্পস্থলের বিভিন্ন নির্মীয়মান কাজ এবং বিভাগ পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্মাণ সংস্থার পক্ষে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। যত দ্রত সম্ভব আবাসন নির্মাণের কাজ শেষ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা জানান, ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে গ্রাহকদের সুবিধার্থে একটি আবাসন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ পাইলিংয়ের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। দীর্ঘস্থায়ী ক্ষমতা সম্পন্ন এই আবাসনগুলি ভূমিকম্প প্রতিরোধক হওয়ার পাশাপাশি বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরি হওয়ার ফলে তুলনামূলক কম সময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব, সচিব কিরণ গিত্যে, সচিব পি কে গোয়েল, আগরতলা মার্টসিটি লিমিটেডের এমডি ডা. শৈলেশ কুমার যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন প্রমুখ।

এরপর আখাউড়াস্থিত ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন করেন। তারপর ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের কনফারেন্স হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হন। সেখানে বিভিন্ন পরিষেবা ও কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। এদিন স্থলবন্দর পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব, সচিব কিরণ গিত্যে, সচিব পি কে গোয়েল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, ল্যাণ্ডপোর্ট ম্যানেজার দেবাশিস নন্দী প্রমুখ।

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ঃ জাতীয় কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পৌরোহিত্যে আজাদি কা অম'ত মহোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান কর্মসূচি সমূহের রূপরেখা তৈরি করার জন্য গঠিত জাতীয় কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক আজ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কমিটির এই বৈঠকে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় সংস্ক'তি মন্ত্রী জি কিষাণ রে-ি, অন্যান্য মন্ত্রীগণ সহ প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। আগরতলার রাজভবনেও ভার্চয়াল মুডে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য অংশ নেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, রাজনৈতিক নেত'ত্ব এবং চলচ্চিত্র জগতের ব্যক্তিত্বরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় মতামত ব্যক্ত করেন। রাজ্য সচিবালয়ে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে রাজ্যের প্রধান সচিব জে কে সিনহা এবং তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব পি কে গোয়েলও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

বিলোনীয়ায়া ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ ডিসেম্বর।। বুধবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে জেলার জেলা শাসক ও সমহার্তা সাজু ওয়াহিদ এ এর সভাপতিত্বে জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে চালু হলো অর্ধ দিনের ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপের সাথে নির্ণয় প্রকল্প। এই প্রথমদক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় স্টারলাইট এডি ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফ্ল্যাগশিপ নির্ণয় প্রকল্প চালু করা হয়েছে বিলোনিয়ায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে অর্ধদিনের ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে।এই প্রশিক্ষণটি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাজু ওয়াহিদ এ আইএএস র জেলায় স্মার্ট গভর্ন্যান্স আনার নিরন্তর প্রচেষ্টার একটি অংশ।

যে কোনো বিষয়ে প্রকল্প বিষয়কসিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডেটার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার পাশাপাশি ভিজ্যুয়াল ড্যাশবোর্ডের ব্যবহার সম্পর্কে সমস্ত প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সক্ষমতা তৈরি করার লক্ষ্যে নির্ণয় প্রকল্প নিয়ে জেলার সমস্ত জেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ডেটা চালিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য সহায়তা করতে চলেছে এই প্রকল্প ।বিলোনিয়ার সার্কিট হাউসে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক এবং পাশাপাশি জেলার অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কর্মশালার আয়োজন করা হয়উ কর্মশালায় উদ্বোধনী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৮ ডিসেম্বর পশ্চিম জেলা ভিত্তিক ও ২৯-৩০ শে রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। আগামী ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর রাজ্যভিত্তিক এবং ২৮ ডিসেম্বর পশ্চিম জেলাভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসব সফল করে তোলার লক্ষ্যে ২০ ডিসেম্বর যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব। সভার জানানো হয়, জেলাস্তর এবং রাজ্যস্তরের যুব উৎসব প্রতিযোগিতায় ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। যুব উৎসব প্রতিযোগিতায় বাংলা অথবা ককবরক ভাষায় সমবেত লোক সঙ্গীত, সমবেত লোক নৃত্য, তবলা বাদন, হারমোনিয়াম বাদন, ইংরেজী বা হিন্দি ভাষায় তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, একাঙ্ক নাটক, মনিপুরী নৃত্য, ভারতনাট্যম, কত্থক নৃত্য ও হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থাকবে। এছাড়া প্রতিযোগিতার বাইরে দু'টি করে সমবেত জনজাতি লোকনৃত্য পরিবেশিত হবে। এই সভায় জিরানীয়া নগর প'ায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস, জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, লেফুঙ্গা বিএসি'র চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা পাইমঙ্গ মগ, পশ্চিম জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীরা দপ্তরের উপ-অধিকর্তা শিমূল দাস সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাইখোড়ায় পথদূর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ ডিসেম্বর।। বাইখোড়া আলুর কোলস্টোর সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে পথদুর্ঘটনায় প্রানহারালো এক যুবক। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া আলুর কোলষ্টোর সংলগ্ন এলাকায় জাতীয়সড়কে বুধবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ ঘটিকায় টি আর টি ০৩ ১৩৭৭ নাম্বারের বাস এক পথচারিকে সজোরে আঘাতকরে। এতেকরে পথচারী বাইখোড়া আনন্দ বৈদ্য পাড়ার বাসিন্দা রঞ্জীত ঘোষ ওরফে বধন ঘোষ (২৫) ঘটনাস্থলে প্রানহারায়।

দুর্ঘটনার খবরপেরে দমকলবাহিনীর কর্মী ও আরক্ষাদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয়ে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলাহাসাপালে নিয়েআসে ও পুলিশ বাস চালককে আটককরে বলে জানাযায়। এই দুর্ঘটনাসম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীরা জানান এই জায়গায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনাঘটে তাই এলাকাবাসীরা প্রতিনিয়ত আতঙ্কের মধ্যদিয়ে দিনকাটাতেহচ্ছে। এই দুর্ঘটনা এরাতে প্রসাশন সঠিক পদক্ষেপগ্রহনকরারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান এলাকাবাসী। আগামী এক সপ্তাহেরমধ্যে প্রসাশন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহননাকরলে এলাকাবাসী আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেবলে জানান।

অপরদিকে একইদিনে জোলাইবাড়ী কাকুলিয়া ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় আহত হলো এক যুবক। জানাযায় লক্ষীছড়ার বাসিন্দা প্রসনজিৎ মজুমদার (২১) টি আর ০৮ ডি ৬৮৪০ নাম্বারের বাইকেঐ করে বাইখোড়া থেকে জোলাইবাড়ী যাবার পথে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জোলাইবাড়ীর দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয়ে আহত যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েযায়। জানাযায় প্রসনজিৎ মজুমদার কর্মসুত্রে জোলাইবাড়ীর নারায়ন পাল পাড়ায় মামার বাড়ীতে থাকে। মামার নাম উত্তম পাল। একইদিনে পৃথক দুর্ঘটনায় সমগ্র শান্তির বাজার মহকুমা জুরে চাঞ্চল্যকর পরিবেশের সৃষ্টিহয়েছে।

বড়দিন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। বড়দিন উপলক্ষে সকল রাজ্যবাসীকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বড়দিন, প্রভু যীশুর জন্মোৎসব। সারা বিশ্বের মানুষ এই উৎসবে অংশ নেন। প্রভু যীশুর বিশ্বজনীন শান্তির বার্তা আজও আমাদের কাছে শাশ্বত ও প্রাসঙ্গিক। পারস্পরিক আদান প্রদান ও সৌভ্রাত'ত্বের বার্তা নিয়ে আসে পবিত্র বড়দিন। সকলের সুস্থতা, সুখ-সমৃদ্ধি এবং উন্নততর রাজ্য গড়ে তোলাই হোক এবারের বড়দিনের প্রার্থনা।

শ্রীমন মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের ১১৮ তম শুভ আবির্ভাব উৎসব

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। আগামী শনিবার বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক, ভাগবত গঙ্গোত্তরী, মানবধর্মের উদ্‌গতা মহামহোপাধ্যায় বৈষ্ণবার্চ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ১১৮ তম শুভ আবির্ভাব উৎসব। এই আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে আগামী ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, পরে সন্ধ্যারতি ও অধিবাস কীর্তন। ২৫ ডিসেম্বর প্রভাতে জাগরণ কীর্তন, মঙ্গলারতি ও টহল কীর্তন। ভোর ছয়টায় উদয়াস্ত মহানাম মহাকীর্তন। সকাল আটটায় শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন (গুরুপূজা)। দুপুর ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ। সন্ধ্যায় আরতি। ২৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আরতি ও পরে ডঃ মহানামপ্রবত ব্রহ্মচারীজির জীবনাদর্শ আলোচনা। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন শ্রী গিরীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, শ্রী সুনীল চন্দ্র দেবনাথ ও শ্রী প্রণব দাশ। ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আরতি ও পরে শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির জীবনাদর্শ আলোচনা। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমদ্ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ সমাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী। নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের পক্ষে সম্পাদক সুদীপ কুমার রায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

সুবিধাভোগীদের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করলেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ ডিসেম্বর।। ১৪০৯ সুবিধাভোগীদের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সেলাই মেশিন সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়। বুধবার বেলা ২ ঘটিকায় চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ব্রজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এই কৃষি সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন

উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত চড়িলাম ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন রাখি দাস কর, সিপাহীজলা জেলার কৃষি উপ অধিকর্তা ডক্টর দিলীপ দাস মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক নবজিত চাকমা অতিরিক্ত জেলা শাসক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য কৃষি আধিকারিকরা।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জেলার কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা। বিশালগড় কৃষি মহকুমার অন্তর্গত আন্ধি গাঙ্গ এমবি রামছড়া ও রংমালা নদী লডব্লিওএমপি প্রকল্পের বিভিন্ন সুবিধা ভোগীদের মধ্যে সেলাই মেশিন সোলার পাম্প ব্যান্ড পার্টি স্প্রে মেশিন ধান নিড়ানি মেশিন বিতরণ করা হয়। ২০১৪,১৫ সালের এই প্রজেক্ট চালু হয়েছিল।

গত সেপ্টেম্বর মাসে বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রজেক্ট। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের ৯০ এবং ১০ শেয়ারেই প্রজেক্ট চালু হয়েছিল। পাঁচ কোটি সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রচুর পুকুর খনন করা হয়েছে। এই প্রজেক্ট এর অধীনে একটি কমিটি ছিল সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত। এই কমিটি এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করে গিয়েছে।আলোচনা করতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন যে সমস্ত সুবিধাভোগীরা জিনিসগুলি পেয়েছেন আপনারা জিনিসগুলি ঘরে নিয়ে গুছিয়ে সাজিয়ে রাখবেন না। কাজ করবেন। আত্মনির্ভর হবেন। জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাবেন। সরকার আপনাদের পাশে আছে। আপনাদের জন্য সরকার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবে। এই প্রজেক্ট সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। এরপর সরকার নতুন প্রজেক্ট আবার নিয়ে আসবে। বিভিন্ন সামগ্রী গ্রুপে বেনিফিসারী রা প্রচন্ড খুশি।

করোনার নির্মম থাবায় শিক্ষকের অকাল মৃত্যুতে শোকোস্তব্ধ বিলোনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ ডিসেম্বর।। বছরের অন্তিম লগ্নে এসে করোনার নির্মম থাবায় শিক্ষকের অকাল মৃত্যুতে- শোকোস্তব্ধ সারা বিলোনিয়া। দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ায়- মঙ্গলবার বিকেলে মূল শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মধ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দা- ৫৬ বছর বয়সি সুব্রত সরকারের করোনায় আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যুকে ঘিরে- শোকের ছায়া নেমে এসেছে পুরো বিলোনিয়া এলাকাজুড়ে। খবরে প্রকাশ- বিলোনিয়া উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুব্রত সরকার ওরফে নান্টু সরকার- বেশ কিছুদিন যাবৎ মধুমেহ এবং রক্তচাপজনিত ব্যধিতে ভুগছিলেন দীর্ঘদিন থেকেই।

সূত্রের খবর অনুসারে-কষ্টকর রোগের চাপে পড়েও মানসিকভাবে হার মানতে চাইতেন না তিনি। ফলে বাড়িতে থেকেই কঠোর মনোবল নিয়ে রোগের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করলেও- অবশেষে মঙ্গলবার সকালে- নিজের শারীরিক অবস্থা বেগতিক দেখে - দুপুর আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ বিলোনিয়া মহাকুমা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে গেলেন তিনি- তবে করোণা রোগের লক্ষণজনিত কারণে- হাসপাতালের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কভিদ টেস্ট করা হলে- পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা ওনাকে করোণা রোগে সংক্রমিত বলে জানান। ভাগ্যের পরিহাস, কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি সাংঘাতিক ভাবে শারীরিক সক্ষমতা হারিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং একেবারে স্বল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। বিলোনিয়া শহরজুড়ে ওনার আকস্মিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই, এলাকাবাসী শহ পুর পরিষদের পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ, সহকারি পুর মাতা শিখা নাথ, বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, কাউন্সিলর বাবুল ভৌমিক, অনুপম চক্রবর্তী সহ হাসপাতাল চত্বরে ছুটে যান আত্মীয় পরিজনরা। করুণা সংক্রমণের কারণে ওনার সহধর্মিনী- তথা বিলোনিয়া পুর পরিষদের ১ নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর কবিতা দাস সরকার ছাড়া- দূরত্ব বজায় রেখে চোখের জল ফেলে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে হয় সবাইকে। সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে- বিলোনিয়া পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ, মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে- অত্যন্ত সাবধানতার শহীদ বিলোনিয়াতেই সংক্রমিত মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা। প্রসঙ্গত, মৃত শিক্ষক সুব্রত সরকার- বিলোনিয়া উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক হওয়ার সুবাদে- স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপের তৎপরতায়- তড়িঘড়ি- সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কভিড টেস্ট করার জন্য ছুটে যান স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্যকর্মীরা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দায়িত্বরত এক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাহাড়ে তিপরা মথার দুর্বলতার সুযোগ ঘরে তুলতে সচেষ্ট বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ছামনু, ২২ ডিসেম্বর।। পাহাড়ে সংগঠন বৃদ্ধির জন্য কৌশলে এগিয়ে চলেছে শাসক দল বিজেপি। এডিসি নির্বাচনে তিপরা মথার জয়জয়কারে শাসক শিবির কিছুটা কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, নির্বাচন পরবর্তী প্রতিশ্রুতির খেলাপ তিপরা মথার প্রতি মানুষের মোহভঙ্গে সহায়তা করছে বলে দাবি বিজেপির। এরই পরিনাম হিসেবে ছামনুর মানিকপুর টাউন হলে যোগদান সভায় তিপরা মথা ছেড়ে বেশ কয়েকজন বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ি এলাকায় বিজেপির সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিগত নির্বাচনে এডিসি এলাকায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে তিপরা মথা। বিজেপি রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও জেলা পরিষদ এলাকায় কোন ধরনের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বাধীন তিপরা মথা দল জেলা পরিষদ এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে।

কিন্তু, নির্বাচনের আগে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন ও তার দল জেলা পরিষদ এলাকার জনজাতি অংশের মানুষজনকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালনে অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে। তাতে উপজাতি জনগণের একাংশের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ক্রমশই প্রকাশ্যে চলে আসতে শুরু করেছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে উদ্যোগ নিয়েছে শাসক দল বিজেপি। বিজেপির বিধায়ক সহ অন্যান্য দলীয় নেতাদের জেলা পরিষদ এলাকায় সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে উপজাতি নেতারা যাতে প্রত্যেক এলাকায় সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন সেজন্য দলের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই জেলা পরিষদ এলাকার বিভিন্ন স্থানে প্রদ্যুৎ কিশোরের দল ভাঙ্গিয়ে বিজেপি দলে যোগদানের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছামনুর মানিকপুর টাউনহলে বুধবার এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। যোগদান সভায় বেশ কয়েকজন তিপরা মথা ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করেছেন। এদিনের যোগদান সভায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছামনুর বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদেরকে বরণ করে নেন বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা।

যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক শম্ভুলোল চাকমা বলেন, পাহাড়ে ক্রমশই গুরুত্বহীন হয়ে পড়তে শুরু করেছে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের তিপরা মথা দল। ইতিমধ্যেই প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন সম্পর্কে উপজাতি অংশের মানুষের মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এখনো যারা তিপরা মথা দলে রয়েছেন তাদেরকে বিজেপির পতাকা তলে শামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বড়দিন উপলক্ষে আগরতলায় একটি দোকানে ৩৪ হাজার টাকা মূল্যের একটি কেক তৈরী করা হয়েছে বিক্রির জন্য। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।